হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন প্রশিক্ষণ মডিউল

স্বপ্ন

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

marico
make a difference

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

“স্বপ্ন প্রকল্পে” গ্রামীণ সরকারি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষনের সাথে জড়িত
মহিলাকর্মীদের জন্য প্রণীত-

হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদকাল: ৬ দিন

এই মডিউল প্রণয়নে:

১. বাড়িভিত্তিক হাঁস, রাজহাঁস, ছাগল ও ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল, ‘বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আইলা দুর্গত এলাকায় জরুরী সাড়া ও দ্রুত পুনরুদ্ধার’ প্রকল্প এবং

২. ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মডিউল, স্ট্রেংদেনিং উইমেনস্ এবিলিটি ফর প্রোডাক্টিভ নিউ অপরচুনিটিস্ (স্বপ্ন) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ মডিউল সমূহের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

প্রস্তুতকরণ ঃ
স্বপ্ন
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায় ঃ
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও মারিকো বাংলাদেশ

ভূমিকা

স্ট্রেংদেনিং উইমেনস্ এবিলিটি ফর প্রোডাক্টিভ নিউ অপরচুনিটিস্ (স্বপ্ন) প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশের সাময়িক খাদ্য ঘাটতি প্রবণ, দারিদ্র্য পীড়িত এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা কুড়িগ্রাম ও সাতক্ষীরা এলাকার ১২৪টি ইউনিয়নে মোট ৪৪৬৪ জন মহিলা উপকারভোগীদের জন্য বাস্তবায়ন করছে। ইউএনডিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। স্বপ্ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমন্বিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধমে অর্থনেতিক উন্নয়নের সুযোগগুলো গ্রামীণ হত-দরিদ্র নারী ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তাদেরকে আকস্মিক বিপদাপন্নতা থেকে সুরক্ষা ও টেকসই জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করা।

স্বপ্ন প্রকল্পের মহিলা উপকারভোগীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ইউএনডিপি বাংলাদেশ সরকারের কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) এর উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আইএলও এর কম্যুনিটি বেজড্ ট্রেনিং ফর রুরাল ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট (CB-TREE) পদ্ধতি অনুসরণে বাজার চাহিদা ও স্বপ্নের উপকারভোগীর প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপনের মাধ্যমে উপকারভোগীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বপ্ন প্রকল্প বিভিন্ন কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগীদের টেকসই জীবনযাত্রার উন্নয়নের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন প্রকল্প উপকারভোগীদের পারিবারিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র আকারে এবং পর্যায়ক্রমে মাঝারি ও বড় আকারে বিভিন্ন ধরনের খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সম্পৃক্ত করে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য গরু, ছাগল এবং ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করেছে। এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়নকালে উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধারণ-ক্ষমতা এবং আবশ্যকতা বিবেচনায় রেখে ৬ দিনের এ মডিউলটি প্রণীত হয়েছে।

এ মডিউলটি চূড়ান্তকরণে অনেকগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে:

প্রথমতঃ জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ও স্বপ্ন প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে খসড়া মডিউল তৈরি করা হয়। মডিউলটি স্বপ্ন প্রকল্পের ১ম চক্রের এই ট্রেডের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনে ফিল্ড টেষ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রাপ্ত ফিডব্যকগুলো মডিউলসমূহে সংযোজন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ মডিউলটি যাচাই ও চূড়ান্তকরণে জেলা পর্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা বৃন্দ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা যেমন : কেয়ার বাংলাদেশ, AFAD, সুশীলন, ইএসডিও, ব্র্যাক, আরডিআরএস বাংলাদেশ, SIYB Foundation of Bangladesh সমূহের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও স্থানীয় সফল ব্যবসায়ীর সুচিন্তিত মতামতের জন্য দুটি যাচাই করণ কর্মশালা (Validation Workshop) আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মতামতগুলো মডিউলে সংযেজন করা হয় ।

তৃতীয়তঃ খসড়া মডিউলগুলো চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে স্বপ্ন প্রকল্পের ঢাকা অফিসে অনুরূপ আরো ১টি যাচাই করণ কর্মশালা (Validation Workshop) আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত সকল পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ তাদের মতামত প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংযোজন ও বিয়োজন করে চূড়ান্ত করেন। যে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত থেকে মূল্যবান সময় ও মেধা দিয়ে মডিউলগুলো চূড়ান্তকরণে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউলগুলোর সঠিক বানান নিশ্চিতকরণের জন্য আমরা প্রুফ রিডার জনাব মদন চন্দ, প্রগতি প্রেস রংপুর কে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ মডিউলটি অপরিবর্তনীয় নয়, এটি একজন প্রশিক্ষকের জন্য একটি গাইড মাত্র। সেশনের উদ্দেশ্যে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষক যে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করতে পারবেন।

আশা করা যায় এ মডিউলটি অনুসরণে একজন প্রশিক্ষক যথাসম্ভব স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে, দক্ষতার সাথে 'হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন' বিষয়ক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণের সার্বিক উদ্দেশ্য

গ্রামীণ পর্যায়ে দারিদ্র্যপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত নারীদের আত্ম জিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে গরু, ছাগল ও ভেড়া পালনের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল ও একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। এর ফলে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের মাধ্যমে তারা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ :

- হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন করতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগির ও কবুতরের জাত ও তার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগির ও কবুতরের বাসস্থান নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগির ও কবুতরের খাদ্যতালিকা সম্পর্কে জানতে এবং আদর্শ খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগির ও কবুতরের রোগবালাই ও তার প্রতিকারের উপায়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগির ও কবুতরের বিভিন্ন রোগের টিকার ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগির ও কবুতর হতে অধিক বাচ্চা উৎপাদন ও মাংস বৃদ্ধির কৌশল শিখতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের সম্ভাব্য বাজেট তৈরি করতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনে আয়-ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ

প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মূল ভিত্তি হবে বয়স্ক শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ যা নির্ভর করবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর

- বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা
- দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন
- মুক্ত চিন্তার ঝড়
- মুক্ত আলোচনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- সফল খামারিদের সাথে আলোচনা ও খামার পরিদর্শন
- অনুশীলন

প্রশিক্ষণ উপকরণ

- হোয়াইট বোর্ড/ব্লাক বোর্ড
- মার্কার পেন/চক ডাস্টার
- পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট
- খাতা কলম
- ছবি/পোস্টার (হাঁস-মুরগি ও কবুতর)
- নমুনা উপকরণ
- মাসকিন টেপ/ডক ক্লিপ
- কাঁচি
- বাস্তব উপকরণ (দেশি মুরগি, সোনালি মুরগি, হাঁস, কবুতর, ডিম, খাদ্য ও ভ্যাকসিন)

প্রশিক্ষণ পরিবেশ

- কোলাহলমুক্ত প্রশিক্ষণ কক্ষ
- আসন বিন্যাস ইউ আকৃতির
- প্রশিক্ষণ কক্ষে কোনো বাচ্চা না নিয়ে আসা
- নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রাখা
- পরিচ্ছন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- পূর্ব- মূল্যায়ন
- প্রতিটি সেশনের পর প্রশ্ন-উত্তর, প্রতিবার্তা গ্রহণ
- খামার পরিদর্শনে গিয়ে হাতে-কলমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন
- কোর্স শেষে প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণার্থীদের পারফরম্যান্স টেস্ট

প্রশিক্ষকের যোগ্যতা

- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন।
- বয়স্কদের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন।
- অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন।

প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহারের নিয়মাবলী

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো অংশগ্রহণমূলক ও জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনার মাধমে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বোধগম্য ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা প্রশিক্ষকের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করলে সফলভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সটি শেষ করতে পারবেন:

- মডিউলটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় মনোযোগসহকারে পড়ে নিন; তাহলে প্রশিক্ষণ চলাকালীন আপনার দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করা সহজ হবে।

- বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও কার্যকারিতা বিবেচনায় রেখে সেশনের সময় বাড়াতে বা কমাতে পারেন। তবে তা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে ।

- আলোচনার শুরুতে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশিক্ষণ পরিবেশটি যেন অনানুষ্ঠানিক ও অংশগ্রহণমূলক (informal & participatory) হয়, যাতে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা সহজ হয়।

- অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক উপস্থিতি ফর্ম এ স্বাক্ষর নিন। এতে করে অংশগ্রহণকারীগণ সময়মত সেশনে উপস্থিত থাকার তাগিদ অনুভব করবেন।

- প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক বিষয়ের থেকে ব্যবহারিক বিষয় ও অনুশীলনের প্রতি বেশি মনোযোগ দিন।

- প্রশিক্ষণে ব্যবহার্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী আগে থেকে হাতের কাছে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখুন।

- প্রশিক্ষণ পরিচালনার সময় মনোযোগসহকারে সেশনের প্রতিটি ধাপ ক্রমানুসারে পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের কারিগরি ও তথ্যগত দিক সম্পর্কে ভালো ধারণা ও প্রস্তুতি রাখা অপরিহার্য।

- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সহনশীল ও ধৈর্যশীল থাকবেন।

- সেশন পরিচালনার সময় সেশন পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যবহার করুন। প্রতিটি শিখন বিষয় বারবার চর্চা বা অনুশীলন করান।

- অংশগ্রহণকারীদের প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত রাখার জন্য মাঝে মাঝে ছোটখাটো বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষকই প্রথমে উদ্যোগ নিতে পারেন।

- টেকনিক্যাল টার্মগুলো সহজ ভাষায় বলুন। প্রয়োজনে বাংলায় টার্মগুলো লিখে দিন যাতে তারা মনে রাখতে পারে, এজন্য প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের আঞ্চলিক ভাষায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করুন।

- 'হাঁস, মুরগী ও কবুতর পালন' বিষয়ক প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় বিশেষ জোর দিন এবং আলোচনার পাশাপাশি বার বার অনুশীলন করান, যাতে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

প্রশিক্ষণ সূচি

সময়কাল : ০৬ দিন
সেশন সময় : প্রতিদিন সকাল ৯ টা - বিকেল ৫ টা

দিন	সেশন নং	বিষয়	সময়	পৃষ্ঠা নং
১ম দিন	০১	প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন, জড়তা মুক্ত ও পরিচয় পর্ব, প্রশিক্ষণ পূর্ব-মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের নীতিমালা তৈরি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা নিরূপণ	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	০৯
		বিরতি	৩০ মিনিট	
	০২	হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মুরগির জাত পরিচিতি ও নির্বাচন	২ ঘণ্টা	১০
		ডিম ও মাংসের উপকারিতা, মুরগির বাসস্থান ও আলোক ব্যবস্থাপনা		
		মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা	
	০৩	মুরগির খাবার ব্যবস্থাপনা, গুণগতমান, বয়স ও ওজনভেদে সুষম খাদ্য প্রদান	২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	১১
		সুস্থ মুরগির লক্ষণ, মুরগি পালনের সমস্যা		
		বিরতি	১৫ মিনিট	
		দিনের সেশনের পুনরালোচনা	১৫ মিনিট	

দিন	সেশন নং	বিষয়	সময়	পৃষ্ঠা নং
২য় দিন		গত দিনের সেশনের পুনরালোচনা	৩০ মিনিট	
	০৪	মুরগির প্রজনন ব্যবস্থা, স্বল্প খরচে ডিম পাড়া মুরগি পালন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো এবং বাচ্চা প্রতিপালন (হ্যাচিং ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা)	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	১২
		বিরতি	৩০ মিনিট	
	০৫	মুরগির প্রধান প্রধান রোগ ও লক্ষণ, রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	১৩
		মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা	
		ডিম পাড়া মুরগি পালনের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	
		টিকা প্রদানের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ		
		বিরতি	১৫ মিনিট	
		দিনের সেশনের পুনরালোচনা	১৫ মিনিট	

দিন	সেশন নং	বিষয়	সময়	পৃষ্ঠা নং
৩য় দিন	০৬	পূর্বদিনের সেশনের পুনরালোচনা	৩০ মিনিট	
		হাঁসের জাত পরিচিতি, ডিম পাড়া ও মাংস উৎপাদন উপযোগী হাঁসের জাত নির্বাচন	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	১৫
		বিরতি	৩০ মিনিট	
	০৭	হাঁস পালন পদ্ধতি, হাঁসের বাসস্থান এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	১৬
		মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা	
	০৮	হাঁসের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ, প্রতিশোধক টিকা ও চিকিৎসা	২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	১৭
		হাঁস পালনে সম্ভাব্য বাজেটের লাভ-ক্ষতির হিসাব		
		বিরতি	১৫ মিনট	
		দিনের সেশনের পুনরালোচনা	১৫ মিনিট	

দিন	সেশন নং	বিষয়	সময়	পৃষ্ঠা নং
৪র্থ দিন	০৯	গত দিনের সেশনের পুনরালোচনা	৩০ মিনিট	
		কবুতর পালনের গুরুত্ব এবং কবুতরের জাত পরিচিতি, ডিমপাড়া ও মাংস উৎপাদন উপযোগী কবুতরের জাত নির্বাচন	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	১৮
		বিরতি	৩০ মিনিট	
	১০	কবুতর পালন পদ্ধতি, কবুতরের বাসস্থান এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১ ঘণ্টা	১৯
		মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা	
	১১	কবুতরের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ, প্রতিশোধক টিকা ও চিকিৎসা, কবুতর পালনের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা	১ ঘণ্টা	২০
	১২	টার্কি পালন পদ্ধতি, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান এবং রোগব্যাধি এবং ব্যবসা সম্ভাবনা	১ ঘণ্টা	২১
		বিরতি	১৫ মিনিট	
	১৩	মাঠ পরিদর্শনের জন্য দল গঠন এবং পরিদর্শন নীতিমালা প্রণয়ন দিনের সেশনের পুনরালোচনা	১ ঘণ্টা	২২

দিন	সেশন নং	বিষয়	সময়	পৃষ্ঠা নং
৫ম দিন	১৪	পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শন	৪ ঘণ্টা	২৩
	১৫	মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন		
		মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা	
	১৬	মাঠের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন	২ ঘণ্টা	২৩
		বিরতি	১৫ মিনিট	
		দিনের সেশনের পুনরালোচনা	১৫ মিনিট	২৩

দিন	সেশন নং	বিষয়	সময়	পৃষ্ঠা নং
৬ষ্ঠ দিন	১৭	গত ৫ দিনের সেশনের পুনরালোচনা	১ ঘন্টা	২৪
	১৮	পরিকল্পনা কি, পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ, পরিকল্পনার ছক, পরিকল্পনা তৈরি ও উপস্থাপন	১ ঘন্টা ৩০মিনিট	২৪
		বিরতি	৩০ মিনিট	
	১৯	প্রশিক্ষণ শিখন পর্যালোচনা	১ ঘন্টা	২৪
		মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘন্টা	
	২০	পারফরম্যান্স টেস্ট, প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি সেশন	৩ ঘন্টা	২৪

সেশন পরিকল্পনাসমূহ

১ম দিন

সেশন- ০১

বিষয় : প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন, জড়তামুক্ত ও পরিচয় পর্ব, প্রশিক্ষণ পূর্ব-মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি তৈরি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা নিরূপণ

সেশনের উদ্দেশ্য : সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে জড়তামুক্ত হবেন;
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষণ উপকরণ : বোর্ড, মার্কার, পোস্টার, প্রশিক্ষণ মডিউল

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ ● সেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। কুশলাদি বিনিময় করুন, শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করুন। ● পরিচয় পর্ব - পরিচয় জানার সময় যে বিষয়গুলো জানবেন, তা হলো নাম, পেশা, পরিবারে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ইত্যাদি। ● উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা মহোদয় কে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করার জন্য আহ্বান করুন। ● প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিন। ● অংশগ্রহনকারীদের মতামত নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন কি কি নিয়ম মেনে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন তা ঠিক করুন। ● প্রশিক্ষণ পূর্ব-মূল্যায়ন সিটের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীদের ধারনা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহনকারীদের প্রশ্ন করে জানুন যে তারা এই প্রশিক্ষণ থেকে কি কি বিষয়ে জানতে চায়। ● অংশগ্রহনকারীদের চাহিদার সাথে মিল রেখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আলোচনা করুন।	উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা

১ম দিন

সেশন-০২

বিষয় : হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মুরগি জাত পরিচিতি ও নির্বাচন এবং ডিম ও মাংসের উপকারিতা, মুরগির বাসস্থান ও আলোক ব্যবস্থাপনা

সেশনের উদ্দেশ্য :

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মুরগি জাত পরিচিতি ও নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন;
- ডিম ও মাংসের উপকারিতা, মুরগির বাসস্থান ও আলোক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউন পেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-০১ ● অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রশ্ন করে তাদের এলাকায় চলমান হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন সম্পর্কে আলোচনা করুন ● হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালনের উপযোগী পরিবেশ এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে মতামত জানুন এবং হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের উপকারিতা বিষয়ে আলোচনা করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করে তাদের এলাকায় চলমান হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন সমস্যা সম্পর্কে মতামত জানুন এবং প্রয়োজনে মূল বিষয়গুলো বোর্ডে লিখুন। ● এবার সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মুরগি পালনের গুরুত্ব, মুরগির জাতের পরিচয় ও নির্বাচন কৌশল সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, আলোচনা
ধাপ-০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুরগির বিভিন্ন জাত ও বৈশিষ্ট্য, বাসস্থান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ- ▪ এলাকায় কি জাতের মুরগি পালন করা হয়? ▪ যে মুরগি পালন করি তা থেকে কি লাভ হয়? ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে মুরগির বিভিন্ন জাত ও তা লালন-পালনের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ- ▪ সাধারণত কোন জাতের মুরগি পালন বেশি লাভজনক? ▪ কিভাবে আমরা মুরগি পালন করব? ▪ সাধারণত হাঁস-মুরগি ও কবুতরের ঘর কেমন হয় এবং তা কি দিয়ে তৈরি করা হয়? ▪ একটি হাঁস-মুরগি ও কবুতরের জন্য ঘরের ভিতর কি পরিমাণ জায়গা প্রয়োজন হয়? ▪ কিভাবে আমরা হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন করি? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মুরগি পালনের গুরুত্ব, মুরগির জাতের পরিচয় ও নির্বাচন কৌশল সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা

১ম দিন

সেশন- ০৩

বিষয় : মুরগির খাবার ব্যবস্থাপনা, গুনগতমান বয়স ও ওজনভেদে সুষম খাদ্য প্রদান

সেশনের উদ্দেশ্য :

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- মুরগির খাবার ব্যবস্থাপনা, গুণগতমান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বয়স ও ওজনভেদে সুষম খাদ্য, সুস্থ মুরগির লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- মুরগি পালনের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দানাদার খাবার কি কি এবং এর পরিমাণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ -০১ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুরগির খাবার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ- ▪ হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের জন্য কি ধরনের খাবার দেয়া হয়? ▪ কোন কোন খাদ্যে পুষ্টিমান বেশি থাকে? ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হাঁস/মুরগি ও কবুতর পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে হাঁস-মুরগি ও কবুতরের খাবার প্রদান কৌশল সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ- ▪ হাঁস-মুরগি ও কবুতর সাধারণত কি ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে? ▪ এলাকায় কি ধরনের খাবার পাওয়া যায়? ▪ দানাদার জাতীয় খাবার কি কি? ▪ মুরগি পালনে কি কি সমস্যা আছে এবং তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কি? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মুরগির খাবার ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন। ● আগামীকাল সেশন এ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তাদের সামর্থ্য মতো দানাদার জাতীয় খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে আনতে বলুন যা বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য প্রদর্শন ও হাতে-কলমে দেখানো হবে। ● দিনের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ পুনরালোচনা করুন এবং সেশন শেষ করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা দানাদার জাতীয় খাদ্যের নমুনা প্রদর্শন।

২য় দিন

সেশন- ০৪

বিষয় : মুরগির প্রজনন ব্যবস্থা, স্বল্প খরচে ডিম পাড়া মুরগি পালন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো এবং বাচ্চা প্রতিপালন (হ্যাচিং ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা)

সেশনের উদ্দেশ্য :

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- স্বল্প খরচে ডিম পাড়া মুরগি পালন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো ও ব্যবসায়িক উপকার সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুরগির প্রজনন ব্যবস্থা ও পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ -০১ ● সেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। ● কুশলাদি বিনিময় করুন, শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করুন এবং প্রশিক্ষণের গত দিনের বিষয় নিয়ে পুনরায় আলোচনা করুন। ● আজকের বিষয়ের উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিন।	উপস্থাপন প্রশ্নোত্তর
ধাপ -০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুরগির প্রজনন ব্যবস্থা ও পরিচর্যা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুরগির প্রজনন ব্যবস্থা ও পরিচর্যা বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে মুরগির সাধারণত কি কি রোগ হয় এবং তার কারণ সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন– ▪ মুরগি সাধারণত বছরে কতগুলো ডিম পাড়ে এবং কতগুলো বাচ্চা দেয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মুরগির প্রজনন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ -০৩ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্বল্প খরচে ডিম পাড়া মুরগি পালন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ডিম পাড়া মুরগি পালন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন– ▪ স্বল্প খরচে ডিম থেকে মুরগি পালনে আমাদের বিবেচ্য বিষয়গুলো কি কি? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী স্বল্প খরচে ডিম পাড়া মুরগি পালন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	

২য় দিন

সেশন- ০৫

বিষয় : মুরগীর প্রধান প্রধান রোগ ও লক্ষণ, রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান, ডিম পাড়া মুরগি পালনের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা

সেশনের উদ্দেশ্য :

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- মুরগির প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- মুরগির রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- টিকা দান হাতে কলমে চর্চা করতে পারবেন;
- মুরগি পালনে ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে পারবেন।

সময় : ৩ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ ০১ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুরগির রোগব্যাধি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুরগির রোগব্যাধি বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে মুরগির সাধারণত কি কি রোগ হয় এবং তার কারণ সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ– ▪ মুরগির সাধারণত কি ধরনের রোগ হয়? ▪ এসব রোগের কারণ কি কি হতে পারে? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মুরগির প্রধান প্রধান রোগ, রোগের কারণ, লক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, ভিডিও প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ ০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুরগির রোগের লক্ষণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুরগির রোগ-ব্যাধির বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে মুরগির সাধারণত কি কি রোগ হয় এবং তার লক্ষণ সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ– ▪ মুরগির সাধারণত কি কি রোগ হয়? ▪ মুরগি রোগাক্রান্ত হলে সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখা যায়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মুরগির প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	

ধাপ ০৩ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুরগির রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুরগির রোগব্যাধির বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ– ▪ মুরগি রোগাক্রান্ত হলে সাধারণত কি ধরনের চিকিৎসা দেয়া হয়? ▪ কারা মুরগির টিকা প্রদান করতে পারেন? ▪ মুরগির রোগ প্রতিরোধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং কি কি টিকা প্রদান করা হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মুরগির প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন। এবং কিভাবে টিকা প্রদান করতে হয় তা ড্যামি কোনো বস্তু উপর প্রয়োগ করে দেখান এবং চর্চা করান। ● এবার সহায়ক তথ্য অনুযায়ী ১০০টি মুরগি পালনের সম্ভাব্য বাজেটসহ ব্যবসার লাভ-ক্ষতির হিসাব সম্পর্কে আলোচনা করুন। ● এবার দিনের সেশনের শিক্ষণীয় বিষয়ের পুনরালোচনা করে সেশন শেষ করুন।	প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন চর্চা, সফল কেস স্টাডির আলোচনা

৩য় দিন

সেশন- ০৬

বিষয় : হাঁসের জাত পরিচিতি, ডিম পাড়া ও মাংস উৎপাদন উপযোগী হাঁসের জাত নির্বাচন

সেশনের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- হাঁস পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে ও তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন;
- হাঁসের জাত পরিচিতি ও জাত নির্বাচন সম্পর্কে জানতে ও তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ -০১ ● সেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। ● প্রশিক্ষণের গত দিনের বিষয় নিয়ে পুনরায় আলোচনা করুন। ● কুশলাদি বিনিময় করুন, শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করুন এবং আজকের বিষয়ের উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিন।	উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর
ধাপ -০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হাঁস পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী হাঁস পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ -০৩ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হাঁসের জাত সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হাঁসের জাত বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে হাঁসের সাধারণত কি কি জাত হয় এ সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন – ▪ আপনার এলাকায় কি কি জাতের হাঁস পালন করা হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী হাঁসের প্রধান প্রধান জাত সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	

৩য় দিন

সেশন- ০৭

বিষয় : হাঁস পালন পদ্ধতি, হাঁসের বাসস্থান ও খাবার ব্যবস্থাপনা

সেশনের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- হাঁস পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাঁস পালনের বাসস্থান ও খাবারসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ -০১ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হাঁস পালন পদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হাঁস পালনে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে হাঁস পালন পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন– ▪ আমাদের দেশে কোন কোন পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী হাঁস পালন পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ -০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হাঁসের বাসস্থান ও খাবার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হাঁসের বাসস্থান ও খাবার বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে হাঁসের বাসস্থান ও খাবার সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ– ▪ হাঁসের খাবার কি? ▪ হাঁস রাখার ঘর কেমন হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী হাঁসের বাসস্থান ও খাবার সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	

৩য় দিন

সেশন-০৮

বিষয় : হাঁসের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ, প্রতিষেধক টিকা ও চিকিৎসা এবং হাঁস পালনে সম্ভাব্য বাজেটের লাভ-ক্ষতির হিসাব

সেশনের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- হাঁসের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ, প্রতিষেধক টিকা ও চিকিৎসা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাঁস পালনে সম্ভাব্য বাজেটের লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে পারবেন।

সময় ঃ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ -০১ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হাঁসের রোগব্যাধি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হাঁসের রোগব্যাধি বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে হাঁসের সাধারণত কি কি রোগ হয় এবং তার কারণ সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন– ▪ হাঁসের সাধারণত কি ধরনের রোগ হয়? অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী হাঁসের প্রধান প্রধান রোগ, রোগের কারণ, লক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ -০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হাঁসের রোগের লক্ষণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হাঁসের রোগব্যাধির বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে হাঁসের সাধারণত কি কি রোগ হয় এবং তার লক্ষণ সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ– ▪ হাঁসের সাধারণত কি কি রোগ হয়? ▪ হাঁস রোগাক্রান্ত হলে সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখা যায়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী হাঁসের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	
ধাপ -০৩ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হাঁসের রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হাঁসের রোগব্যাধির বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ– ▪ হাঁস রোগাক্রান্ত হলে সাধারণত কি ধরনের চিকিৎসা দেয়া হয়? ▪ কিভাবে ডিম পাড়া হাঁসের পালন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হয়? ▪ হাঁসের রোগ প্রতিরোধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং কি কি টিকা প্রদান করা হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী হাঁসের প্রধান প্রধান রোগ, লক্ষণ, ডিম ফোটানোর পদ্ধতি ও টিকাদান সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন। ● এবার সহায়ক তথ্যানুযায়ী হাঁস পালনের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরিকরণে হাঁস পালনে সম্ভাব্য বাজেটের লাভ-ক্ষতির বিষয়গুলো আলোচনা করুন। ● দিনের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ পুনরালোচনা করুন এবং সেশন শেষ করুন।	প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন

৪র্থ দিন

সেশন- ০৯

বিষয় : কবুতর পালনের গুরুত্ব, কবুতরের জাত পরিচিতি, ডিম পাড়া ও মাংস উৎপাদন উপযোগী কবুতরের জাত নির্বাচন

সেশনের উদ্দেশ্য :

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- কবুতর পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবুতরের জাত পরিচিতি ও জাত নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকের করনীয়	পদ্ধতি
ধাপ -০১ ● সেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। ● কুশলাদি বিনিময় করুন, শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করুন এবং প্রশিক্ষণের গত দিনের বিষয় নিয়ে পুনরায় আলোচনা করুন। ● আজকের বিষয়ের উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিন।	উপস্থাপন প্রশ্নোত্তর
ধাপ -০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবুতর পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী কবুতর পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের ধারণা আরো স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ-০৩ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবুতরের জাত সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কবুতরের জাত বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে কবুতর সাধারণত কি কি জাতের হয় সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন– ▪ আপনার এলাকায় কি কি জাতের কবুতর পালন করা হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী কবুতরের প্রধান প্রধান জাত সম্পর্কে তাদের ধারণা আরো স্পষ্ট করুন।	

৪র্থ দিন

সেশন- ১০

বিষয় : কবুতর পালন পদ্ধতি, কবুতরের বাসস্থান এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সেশনের উদ্দেশ্য :

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- কবুতর পালন পদ্ধতি, কবুতরের বাসস্থান এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবুতর পালনের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউন পেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ -০১ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবুতর পালন পদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কবুতর পালনে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে কবুতর পালন পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন– ▪ আমাদের দেশে কোন কোন পদ্ধতিতে কবুতর পালন করা হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী কবুতর পালন পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ-০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবুতরের বাসস্থান ও খাবার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কবুতরের বাসস্থান ও খাবার বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে কবুতরের বাসস্থান ও খাবার সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ– ▪ কবুতরের খাবার কি? ▪ কবুতর রাখার ঘর কেমন হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী কবুতরের বাসস্থান ও খাবার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	

৪র্থ দিন

সেশন-১১

বিষয় : কবুতরের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ, প্রতিষেধক টিকা ও চিকিৎসা, কবুতর পালনের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা

সেশনের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- কবুতরের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ, প্রতিষেধক টিকা ও চিকিৎসা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবুতর পালনের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ -১ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবুতরের রোগব্যাধি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কবুতরের রোগব্যাধি বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে কবুতরের সাধারণত কি কি রোগ হয় এবং তার কারণ সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন- ▪ কবুতরের সাধারণত কি ধরনের রোগ হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী কবুতরের প্রধান প্রধান রোগ, রোগের কারণ, লক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, ভিডিও প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ-০২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবুতরের রোগের লক্ষণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কবুতরের রোগ ব্যাধির বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে কবুতরের সাধারণত কি কি রোগ হয় এবং তার লক্ষণ সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্ন – ▪ কবুতর রোগাক্রান্ত হলে সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখা যায়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী কবুতরের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	
ধাপ-০৩ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবুতরের রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● কবুতরের রোগব্যাধির বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ- ▪ কবুতর রোগাক্রান্ত হলে সাধারণত কি ধরনের চিকিৎসা দেয়া হয়? ▪ ডিমপাড়া কবুতর পালন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর পদ্ধতি কি? ▪ কবুতরের রোগ প্রতিরোধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং কি কি টিকা প্রদান করা হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী কবুতরের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন। ● সহায়ক তথ্য অনুযায়ী কবুতর পালনের আয়–ব্যয়ের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা আলোচনা করে সেশন শেষ করুন।	প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা

৪র্থ দিন

সেশন- ১২

বিষয় : টার্কি পালন পদ্ধতি, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ও রোগব্যাধি এবং পালনের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা

সেশনের উদ্দেশ্য :

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- টার্কি পালন পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস , বাসস্থান ও রোগ ব্যাধি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- পালনের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণ : প্রশিক্ষণ মডিউল, চক, ডাস্টার, বোর্ড, ব্রাউনপেপার, মার্কার পেন।

প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নতুন পাখি টার্কি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। অংশগ্রহণকারী-দের মধ্যে টার্কি পালন বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দু'একজনের কাছ থেকে টার্কি পালন পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ– ▪ টার্কিকে সাধারণত কি কি খাবার দিতে হয়? বাসস্থান কেমন হবে? ▪ সাধারণত কি ধরনের রোগ হয়? ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী টার্কি পালন পদ্ধতি ও খাবার সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, পোস্টার প্রদর্শন, ভিডিও প্রদর্শন, সফল কেস স্টাডির আলোচনা
ধাপ-২ ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে টার্কির রোগব্যাধি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ● অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী টার্কির রোগব্যাধি ও রোগের লক্ষণ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।	
ধাপ-৩ ● টার্কির জাত, পালন পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার পর নতুন পাখি হিসেবে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী টার্কির ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বিষয়ে ধারণা দিন।	প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন

৪র্থ দিন

সেশন- ১৩

বিষয় : মাঠ পরিদর্শনের দল গঠন ও মাঠ পরিদর্শন নীতিমালা প্রণয়ন

সেশনের উদ্দেশ্য :

সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- মাঠ পরিদর্শন (সফল হাঁস-মুরগি ও টার্কি ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাৎ) এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণ : বোর্ড, চক/পোস্টার পেপার, মার্কার।

প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-০১ **মাঠ পরিদর্শনের দল বিভাজন, মাঠ পরিদর্শন নীতিমালা** ● প্রথমে অংশগ্রহণকারীগণ কেন সফল ব্যবসায়ীর খামার পরিদর্শনে যাবেন তার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। ● মাঠ পরিদর্শনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মোট ৪/৫টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা তৈরি করুন যিনি ভালোভাবে লিখতে ও পড়তে পারেন। ● অংশগ্রহণকারীদের মতামতের মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শনের নীতিমালা তৈরি করুন। ● সকলকে মতামত দিয়ে নীতিমালা তৈরিতে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ দিন। ● এবার অংশগ্রহণকারীদের মাঠ পরিদর্শনের করণীয় বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলুন এবং সেশন শেষ করুন।	প্রশ্নোত্তর, আলোচন, উপস্থাপন

প্রশিক্ষকের জন্য বিশেষ নোট

হাঁস-মুরগী ও কবুতরের খামার একটি থেকে অপরটির দূরত্বের কারণে ৪/৫ দলের কার্যক্রম প্রশিক্ষকের একার পক্ষে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কর্মকর্তার সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৩/৪ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করতে হবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ওয়ার্কার অথবা প্রজেক্ট অফিসারের সহযোগিতা চাইতে পারেন। প্রশিক্ষক অতিরিক্ত ৩/৪ জনকে তাদের করণীয় বিষয়গুলো এবং কোন দলের সাথে তারা যাবেন ও পরিদর্শন করবেন তা বুঝিয়ে দিন।

৫ম দিন

সেশন- ১৪-১৬

বিষয় : পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শন ও মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন, মাঠের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- মাঠপর্যায়ের সফল পরিদর্শন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করে ব্যবসা কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন।

সময় : ৬ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণ : খাতা পেন্সিল, কলম চক বোর্ড, ফ্লিপচার্ট পেপার, মার্কার

প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ ● কুশল বিনিময় ● পূর্বদিনের সেশনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরায় জেনে নিন। ● এবার প্রত্যেক দলের দলনেতাকে তার দল এবং পর্যবেক্ষককে নিয়ে নির্ধারিত এলাকার হাঁস-মুরগি ও কবুতরের খামার পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য আহ্বান করুন। পর্যবেক্ষক এবং দলের নেতা ও সদস্যদের তাদের করণীয় বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।	প্রশ্নোত্তর
ধাপ-২ **মাঠ পর্যবেক্ষণ : খামার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন** ● প্রশিক্ষক/পর্যবেক্ষক পূর্বনির্ধারিত ৪/৫টি হাঁস-মুরগি কবুতর টার্কির খামার এ নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করিয়ে দিন এবং এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। ● প্রশ্নোত্তর পর্ব : এ পর্বে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দলনেতা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর সাথে সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করবেন। (সহায়ক/প্রশিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলের কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন) অংশগ্রহণকারীগণ শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর নোট নিবেন। ● পরিদর্শন শেষে খামারের মালিক/প্রতিনিধিকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম শেষ করবেন। **মাঠ থেকে ফেরত আসা এবং উপস্থাপন** ● শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসার পর সকলকে মাঠ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ধন্যবাদ দিন। সফল ব্যবসায়ী সাথে আলাপ, ব্যবসায়ীর কাজ পর্যক্ষেণ কেমন লেগেছে তা জানুন। ● প্রত্যেক দলকে তাদের অভিজ্ঞতা ফ্লিপচার্ট পেপারে লিখতে বলুন। ● এবার প্রত্যেক দলনেতাকে তাদের দলের অভিজ্ঞতাসমূহ এক এক করে উপস্থাপনা করতে বলুন। ● এক দলের উপস্থাপনা শেষ হলে উপস্থাপনাকারী দলের কাছে কোনো দলের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞাসা করতে বলুন এবং দলনেতা বা দলের অন্যান্য সদস্যকে তার উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করতে বলুন। প্রয়োজনে আপনি সংযোজন করুন।	প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ উপস্থাপনা
ধাপ-৩ **দিনের সেশনের পুনরালোচনা** ● দিনের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ পুনরালোচনা করুন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি আদায় ও ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন।	আলোচনা

৬ষ্ঠ দিন

সেশন- ১৭-২০

বিষয় : গত ৫ দিনের সেশনের পুনরালোচনা, পরিকল্পনা কি, পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ, পরিকল্পনার ছক, পরিকল্পনা তৈরি ও উপস্থাপন, প্রশিক্ষণ শিখন পর্যালোচনা এবং পারফরম্যান্স টেস্ট ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

সেশনের উদ্দেশ্য

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- ব্যবসায়িক পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যবসায়িক পরিকল্পনা অনুশীলন করতে পারবেন।

সময় : ৬ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণ : ব্যবসা পরিকল্পনার ছক, বোর্ড, মার্কার, খাতা, কলম, পেন্সিল

প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ -১ ● গত ৫ দিনের সেশনের পুনরালোচনা। আপনি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুযায়ী গত দিনসমূহের আলোচ্য বিষয়সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা জানার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর ওপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান যাচাই করুন।	প্রশ্নোত্তর
ধাপ-২ **ব্যবসায়িক প্রকল্প প্রস্তাব/পরিকল্পনা তৈরি ও উপস্থাপন** ● অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন পরিকল্পনা কি? পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি? পরিকল্পনা করার জন্য কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা হয়। ● উত্তরগুলো শোনার পর পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন এবং বিবেচ্য বিষয়গুলোর মাধ্যমে একটি পরিকল্পনার ছক তৈরি করবেন (কার্যক্রম সময়, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, স্থান, পদ্ধতি)। ● এবার অংশগ্রহণকারীদের তাদের নিজস্ব ব্যবসার পরিকল্পনা ছকের মাধ্যমে অনুশীলন করতে বলুন।	আলোচনা প্রশ্নোত্তর অনুশীলন উপস্থাপনা
ধাপ-৩ **প্রশিক্ষণ শিখন পর্যালোচনা** ● অংশগ্রহণকারীরা ৬ দিনের আলোচনার মাধ্যমে কি কি শিখতে ও জানতে পেরেছেন তা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন, কোনো কিছু বাদ গেলে বাদ যাওয়া বিষয়গুলো পুনরায় আলোচনা করুন।	প্রশ্নোত্তর
ধাপ-৪ **পারফরম্যান্স টেস্ট ও মূল্যায়ন** ● এরপর নির্ধারিত পারফরম্যান্স টেস্ট ও মূল্যায়ন ফরমেট প্রদানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন এবং সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।	এককভাবে মূল্যায়ন পরীক্ষা প্রদান

সহায়ক তথ্যসমূহ

উন্নত পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন
(Deshi Hen Rearing under improved system)

দেশি মুরগি পালনের গুরুত্ব (Importance of Deshi Hen) :

আপাতদৃষ্টিতে দেশি মুরগির উৎপাদনশীলতা অনেক বিশেষজ্ঞ কম বলে মনে করলেও দেশি মুরগি পালন বাস্তবিক পক্ষে লাভজনক। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানো, মা-মুরগির মাধ্যমে বাচ্চার তাপ দেয়া বা প্রতিপালন করা, আধা ছাড়া অবস্থায় বাচ্চা ও বড় মুরগি পালন করা, ভালো ব্যবস্থাপনায় ৫-৬টি উৎপাদন চক্রে ডিম উৎপাদন এবং সর্বোপরি দেশি মুরগির ডিম ও মাংস সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। বাড়তি বাজার মূল্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানো ও আয় বর্ধনে দেশি মুরগির গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্য প্রয়োজন প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তিতে দেশি মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা করা, রোগ-বালাই দমন ও বাজারজাতকরণের সম্মিলিত প্রয়াস। তাহলেই দেশি মুরগি পালনের মাধ্যমে অধিক আয় বর্ধন সম্ভব।

উন্নত পদ্ধতিতে দেশি মুরগি নির্বাচন

- স্থানীয় এলাকার আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানো।
- যার ওজন ৪০০-৫০০ গ্রামের বেশি হবে না।
- লাল জাতীয় মুরগি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।
- ১০-১২টি মুরগির জন্য একটি মোরগ পালন করতে হবে।

উন্নত পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন

- খামারিগণ বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি হলে দেশি মুরগি পালন করে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন।
- দেশি মুরগি পালনে অল্প সময়ে অধিক মুনাফা অর্জন হয়। এর কারণে দারিদ্র্য নিরসনে দেশি মুরগি পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।
- স্বল্প মূলধনে দেশি মুরগি পালনের ব্যবসা শুরু করা যায় এবং অর্জিত আয় হতে পরিবার প্রতিপালন করা যায়।

দেশি মুরগির উৎপাদন চক্র সম্পর্কে ধারণা (Production Cycle of Deshi Hen)

সাধারণত উৎপাদন চক্র বলতে দেশি ডিম পাড়া মুরগির ডিম পাড়া শুরু থেকে বাচ্চা ফুটানো, ফুটন্ত বাচ্চার লালন - পালন এবং পুনরায় ডিম পাড়া শুরু করা পর্যন্ত চক্রকে বুঝানো হয়। স্বাভাবিক বা প্রচলিতভাবে গ্রামে-গঞ্জে প্রায় ৩ বাদলা ডিম পাড়া বা ৩-৪টি উৎপাদন চক্র দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু উত্তম ব্যবস্থাপনা ও কিছু কৌশল অবলম্বন করলে দেশি মুরগির উৎপাদন চক্র ৬টি পর্যন্ত বর্ধিত করা সম্ভব। অর্থাৎ একই মুরগি থেকে আমরা প্রায় দ্বিগুণ লাভ পেতে পারি।

সনাতন পদ্ধতিতে দেশি মুরগির উৎপাদন চক্র	উন্নত পদ্ধতিতে দেশি মুরগির উৎপাদন চক্র
মুরগির ডিম পাড়ার সময়কাল : ২২ দিন (২০-২৪ দিন) ▼ ডিমসহ মুরগির ডিমে তা দেওয়া (২১ দিন) ▼ মা-সহ বাচ্চার লালন পালন : ৮৫ দিন (৮০-৯০ দিন) ▼ পুনরায় ডিম পাড়া শুরু মোট সময়কাল = (২০+২১+৮৫)= ১২৬ দিন (মোট বার্ষিক উৎপাদন চক্র প্রায় ৩টি)	মুরগির ডিম পাড়ার সময়কাল : ২২ দিন (২০-২৪ দিন) ▼ ডিমসহ মুরগির ডিমে তা দেওয়া (২১ দিন) ▼ মা-সহ বাচ্চার লালন পালন : ১৫ দিন (১০-১৫ দিন) ▼ পুনরায় ডিম পাড়া শুরু মোট সময়কাল = (২০+২১+১৫)= ৫৮ দিন (মোট বার্ষিক উৎপাদন চক্র = ৬টি)

চিত্র : দেশি মুরগির উৎপাদন চক্র

কুঁচে/উমানো/তা দেওয়া (Broody Hen) মুরগির মাধ্যমে বাচ্চা ফুটানোর কৌশল : (Hatchig techniques of eggs by Broody Hen)

(১) মুরগি ও ডিম নির্বাচন (Selection of Hen & Egg):

ক) ডিমের আকৃতি;
খ) বড় ধরনের উর্বর ডিম;
গ) ডিমের মাথা সরু ও পিছন মোটা;
ঘ) ছোট ডিম ব্যবহার পরিহার করা।

সাধারণত বড় আকারের মুরগি বেশি পরিমাণ বা বেশি ওজনের ডিমে 'তা' বা উম দিতে পারে অর্থাৎ মুরগির মোট ওজনের অর্ধেক ওজনের ডিমে মুরগি 'তা' বা উম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। নিম্নে বিভিন্ন মুরগির ডিমের ওজনের তালিকা দেওয়া হলো।

জাত	প্রজাতি	ওজন (গ্রাম)
দেশি	মুরগি	৩০-৩২
উন্নত	মুরগি	৪০-৪২
বাণিজ্যিক	মুরগি	৫৫-৬০
দেশি	হাঁস	৫০-৫৫
উন্নত	হাঁস	৫৫-৬০

এছাড়া মুরগি নির্বাচন করতে হলে ভালো স্বাস্থ্য, সুস্থতা, পূর্বে ডিম পাড়ার ইতিহাস, টিকা প্রদানের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় মুরগি ক্রয় বা সংগ্রহের সময় জেনে নিতে হবে। উল্লেখ্য, ডিম পাড়া মুরগি কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের জন্য সর্বোচ্চ ২ বছর ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২)ফুটানোর জন্য ডিম নির্বাচন ও ডিমের যত্ন (Selection and care of hatching eggs)

ক. ডিমের আকার (Egg size)

খুব বড় অথবা খুব ছোট ডিম ফুটানোর জন্য নির্বাচন করা যাবে না। প্রায় ৫৮ গ্রাম ওজনের ডিম সর্বদাই গ্রহণযোগ্য।

ডিমের ভিতরে বিদ্যমান সাদা : কুসুমের অনুপাত ২ঃ১ থাকলে ওই ডিমের বাচ্চা ফোটার হার অন্যদের তুলনায় বেশ ভালো হয়। অস্বাভাবিক আকারের ডিম সব সময় বাদ দেয়া উচিত।

খ. খোসার রং (Shell Color)

সাধারণত সাদা ডিম পাড়া মুরগির ডিম ফুটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, শুধু যেগুলো অধিক দাগযুক্ত সেগুলো এড়ানো হয়, বাদামি রঙের ডিমের ক্ষেত্রে, মাঝারি ও গাঢ় বাদামি ডিম হালকা বাদামি রঙের ডিমের থেকে ভালো ফুটে।

গ. সেল/খোসার গঠন (Shell Texture)

যদি Cs/Vit-D এর অভাবে খোসার গুণগতমান নিম্নমানের হয় তবে অবশ্যই হ্যাচাবিলিটি কম হবে।

ঘ. ভাঙা বা ফাটা খোসা (Cracked Shell)

এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি ডিম একত্রে স্পর্শ করে শব্দ শুনে নিশ্চিত হতে হবে যেন ডিমের খোসা ফাটা না থাকে।

ঙ. ডিম পরিবহনজনিত যত্ন (Care of eggs during transport)

ডিম পরিবহন অথবা হস্তান্তরের সময়ে যাতে অত্যধিক ঝাঁকি না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে নতুবা air shell-G আকার বড় হয়ে ডিমের হ্যাচাবিলিটি কমে যাবে।

চ. ময়লাযুক্ত ডিম (Soiled of egg)

ডিম পাড়ার পর ডিমে বিদ্যমান মাটি পরিষ্কার কাপড় অথবা চাকু অথবা অন্য কোনো দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে কখনও পানি দ্বারা পরিষ্কার করা যাবে না। এতে জীবাণুর আক্রমণ হবে ও বাচ্চা কম ফুটবে। বেশি মাটিযুক্ত ডিম কখনও ফুটানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

ছ. ডিমের বয়স (Age of egg)

ফুটানোর ডিম গ্রীষ্মকালে ৩ দিন এবং শীতকালে ৭-১০ দিন পর্যন্ত রাখা যেতে পারে।

জ. ডিমের ঘূর্ণন (Turning)

যদি সংরক্ষণের জন্য ডিম এক সপ্তাহের বেশি রাখা না হয় তবে ডিমের টার্নিং গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঝ. মোরগের প্রভাব (Effect of male)

যে সমস্ত মুরগির খামারে মোরগ ঃ মুরগির অনুপাত ১ ঃ ১০ এবং ভালো, শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান মোরগ রয়েছে সেখান থেকেই ফুটানোর ডিম সংগ্রহ করা উচিত।

(৩) ডিমে তা দেওয়ার হাজাল/টুকরি তৈরি করা (Making of Hazal)

তুলনামূলকভাবে প্রচলিত হাজালের তুলনায় বড় আকারের হাজাল তৈরি করতে হবে যার আনুমানিক মাপ (১০ ইঞ্চি x ৭ ইঞ্চি x ১৬ ইঞ্চি) অর্থাৎ উপরিভাগ ১৬ ইঞ্চি নিচের তলা ১০ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৭ ইঞ্চি হতে হবে। এর ফলে মুরগি সমানভাবে তাপ দিতে পারবে, মুরগি সহজভাবে নড়াচড়া করতে পারবে অর্থাৎ ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার বাড়বে। তৈরীকৃত হাজালের তলায় ১ ইঞ্চি পরিমাণ কাঠের গুঁড়া বা ছাই ৩ ইঞ্চি পরিমাণ খড় বা নাড়াকুটা দিয়ে ডিম বসাতে হবে। এরপর প্রস্তুতকৃত হাজালের দুই পার্শ্বে ২টি-৩টি ইট দ্বারা শক্ত করে আটকাতে হবে যাতে করে মুরগি সঠিকভাবে ডিম নাড়াচাড়া করতে পারে এবং মুরগির চলাফেরার সময় হাজাল বা টুকরি না উল্টে যায়।

(৪) ডিমের সংখ্যা ও বসানোর সময় (Time and Number of Hatching eggs)

যেহেতু একটি মুরগি তার দৈহিক ওজনের অর্ধেক ওজনের ডিম উম বা তা দিতে পারে সেক্ষেত্রে যদি একটি দেশি মুরগির ওজন ১৫০০ গ্রাম বা ১.৫ কেজি হয় তাহলে দেশি মুরগির ডিম ১৫টি, হাঁসের ডিম ১৫টি, সোনালি বা ফাউমি মুরগির ডিম ২০টি তা দিতে পারবে। সাধারণত ডিম বিকেলে বসানো হলে বাচ্চা ২১ দিন পর বিকেলে প্রস্ফুটিত হবে বা ফুটবে, সমস্ত দিন মা মুরগি বাচ্চাগুলোকে তাপ দিতে পারবে এবং সকালে খুব সুস্থ, সবল বাচ্চা পাওয়া যাবে।

(৫) তাপমাত্রা, বায়ু চলাচল ও আর্দ্রতার প্রভাব (Effect of Temperature, Ventilation & Humidity)

তা দেওয়ার সময় তাপমাত্রা সাধারণত ৯৯°F হতে ১০১°F হলে ভালো হয়। অতিরিক্ত ও অল্প তাপমাত্রা বাচ্চার মৃত্যুর হার বাড়ে অর্থাৎ ভ্রূণ থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়। সাধারণত বাতাসে ২১% O_2 ও ০৫% এর নিচে CO_2 থাকলে বাচ্চা ফোটার হার

বৃদ্ধি পায়। পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল না থাকলে O_2 অভাবে বাচ্চার মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৭০% জলীয় বাষ্প বা আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। মুরগির ডিমের ক্ষেত্রে প্রথম ১৮ দিন ৫০-৬০% আর্দ্রতা শেষ ৩ দিন ৬৫-৭০ আর্দ্রতা থাকতে হবে অন্যথায় বাচ্চার মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে। এ জন্য আর্দ্রতার ওপর বাচ্চা ফুটার হার নির্ভরশীল। বেশি গরমের সময় তা যুক্ত ডিম নষ্ট হয়। হালকা শীতের সময় ডিম তায়ের ব্যবস্থা বেশি করতে হবে। আর্দ্রতা প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে একটি পরিষ্কার গামছা বা কাপড় দিয়ে এক হাতে মুরগি উঁচু করে ধরে অন্য হাত দিয়ে পানিতে ভিজানো কাপড় দ্বারা নিম্নোক্ত উপায়ে ডিম মুছে দিলে ওই ডিম থেকে বেশি পরিমাণ বাচ্চা ফুটবে।

আর্দ্রতার পরিমাণ	কতবার মুছতে হবে
৩০-৪০%	দিনে ৪ বার
৪০-৫০%	দিনে ৩ বার
৫০-৬০%	দিনে ২ বার
৬০-৭০%	দিনে ১ বার

(৬) কেন্ডেলিং বা ডিম পরীক্ষাকরণ (Egg Candling)

ডিম বসানোর পর হতে ৭ম ও ১৪তম দিনে অন্ধকার অবস্থায় একটি টর্চের আলোর মাধ্যমে ডিম পরীক্ষা করতে হবে। যদি দেখা যায় ডিমের ভেতরে কোনো কালো দাগ বা রক্তের শিরা নেই তবে ডিমটি ভালো থাকবে এবং খেয়ে ফেলা যাবে। এতে করে খামারি লাভবান হবে।

(৭) ডিমের সংরক্ষণ (Storage of egg)

ফুটানোর ডিম সাধারণত ৫০-৫৫°F তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। বেশি ঠান্ডা অথবা বেশি গরমে ডিমের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে না।

(৮) মোরগের প্রভাব (Effect of Cock)

ভালো ফুটানোর ডিম উৎপাদনের জন্য দেশি মুরগির ক্ষেত্রে অবশই ১০টি মুরগির সাথে (১ঃ১০) একটি ভালো মোরগ থাকতে হবে। অন্যথায় আশানুরূপ হ্যাচিং বা প্রস্ফুটিত বাচ্চা পাওয়া যাবে না।

(৯) কুঁচে মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও যত্ন (Care of Broody Hen)

আমরা জানি, মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার ক্ষেত্রে ডিমকে তাপ প্রদানের প্রধান উৎস ডিমে 'তা' দেওয়া কুঁচে মুরগি। কুঁচে মুরগির এই তাপ মূলত খাদ্য থেকে আসে। এজন্য প্রতিটি কুঁচে (Broody Hen) মুরগির শরীর থেকে পর্যাপ্ত তাপ উৎপাদনের জন্য দৈনিক ৬০-৭০ গ্রাম সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে, যা বর্তমান পোল্ট্রি খাদ্য বিক্রেতাদের কাছে লেয়ার মুরগির খাবার হিসাবে বিক্রি হয়। মুরগির উকুননাশক হিসেবে গ্যামাটুক্র (৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশাতে হবে) সেভিন (৫ গ্রাম ২ লিটার পানিতে মিশাতে হবে) দিয়ে মুরগির মাথা ছাড়া শরীর পানিতে চুবাতে হবে। এছাড়া তামাক পাতা, বিষকাঠালীর পাতা উকুননাশক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাচ্চা ফুটার পর বাচ্চার ব্যবস্থাপনা (Care of chicks)

বাচ্চা ফুটার পর ৫-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত মায়ের কাছে বাচ্চাগুলো রাখতে হবে যাতে করে মা মুরগির শরীরের তাপে বাচ্চাগুলো সুস্থ-সবল থাকে। উল্লেখ্য, ডিম ফুটানোর জন্য বিকেলে বসাতে হবে তাহলে বাচ্চাগুলো বিকেলে ফুটে বের হবে, সারারাত মায়ের কাছে থাকবে, সকালে সুস্থ সবল বাচ্চা মায়ের সাথে বের হবে।

(১) বাসস্থান (Housing)

মুরগির বাচ্চার মৃত্যুর হার কমানোর জন্য বাসস্থানের কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দিনের বেলায় মাটিতে খড় বিছিয়ে এর ওপর শুকনা ছালার চট বস্তা দিয়ে বাচ্চা এবং মা পলোর (বাঁশের তৈরি ঝাঁপি) মধ্যে রাখতে হবে চিল, কাক, কুকুর, গুইসাপ, বেজি যেন বাচ্চার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এখানেই মা'সহ বাচ্চাকে খাবার ও পানি সরবরাহ করতে হবে। রাতের বেলায় ডোলার ভিতর খড়কুটা দিয়ে মা-বাচ্চা রাখা যেতে পারে।

এ ছাড়া বাচ্চার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করে বাচ্চা লালন-পালন করা যায়। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপাদান যেমন বাঁশ, কাঠ, নাড়া, সুতার জাল, সুপারির ফালা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.৫ বর্গফুট জায়গা হিসাব করে

বাচ্চার ঘর তৈরি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : প্রতি ২০টি মুরগির বাচ্চার ঘর তৈরির ক্ষেত্রে ঘরটির দৈর্ঘ্য ৪.৫ ফুট, প্রস্থ ২ ফুট ও উচ্চতা ২ ফুট হতে হবে। ঘরের উপরে অর্থাৎ ছাউনিতে ছন বা ধানের খড় অথবা খড়ের উপর পলিথিন দেওয়া যেতে পারে। এতে বর্ষাকালে ঘরটি তুলনামূলকভাবে ভালো থাকবে।

(২) তাপায়ন বা ব্রুডিং (Brooding)

সাধারণত দেশি মুরগির কাছ থেকেই প্রচলিত পদ্ধতিতে মুরগির বাচ্চা ফোটার পরে তাপ পেয়ে থাকে। মুরগির বাচ্চার ঘরের মেঝেতে বিছানা হিসাবে ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়া বা ছাই বা বালি ব্যবহার করা যেতে পারে। বিছানার উপাদান মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে। এক মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাগুলোকে ঘরের ভিতর আবদ্ধ করে রাখতে হবে। এরপর বাচ্চা বাহিরে ছেড়ে দিলে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

(৩) খাদ্যের উপাদান (Elements of Feed)

মোরগ-মুরগির বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকলে আশানুরূপ উৎপাদন অসম্ভব। নিম্নে এ সম্পের্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো। খাদ্যের পুষ্টি উপাদান গুলোকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায় যেমন-

- শ্বেতসার বা শর্করা (Carbohydrates) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য শরীরে তাপ শক্তি জোগায়। তাছাড়া অতিরিক্ত শর্করা দেহে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে জমা হয়। ভুট্টা, গম, চালের ক্ষুদ, অটোমেটিক মিলের চালের কুঁড়া ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা থাকে।
- আমিষ (Proteins) : আমিষ দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন এবং ডিম ও মাংস উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে। আমিষ অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন ধরনের খৈল, যেমন- তিলের খৈল, বাদাম খৈল, সূর্যমুখীর খৈল, সয়াবিন মিল, মিট এন্ড বোন মিল, ফিশ মিল, ব্লাডমিল, নাড়িভুঁড়ি, শামুক ও ঝিনুকের কুচি ইত্যাদি আমিষের উৎস।
- স্নেহপদার্থ বা চর্বি (Lipids or Fate) : চর্বি শক্তির উৎকৃষ্ট উৎস। শর্করা থেকে সোয়া দুগুণ বেশি শক্তি জোগায়। এ চর্বি বা স্নেহজাতীয় পদার্থ। এছাড়া চর্বি মাংসকে সুস্বাদু করে ও পালককে চকচকে রাখে। এটি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তেল চর্বির উৎকৃষ্ট উৎস।
- খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamins) : ভিটামিন শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে এবং পুষ্টিহীনতা দূর করে। ইহা দু প্রকার : ক) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন-এ, ডি, ই ও কে এবং খ) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন- ভিটামিন-সি ও বি কমপ্লেক্স। শাকসবজি, শস্যদানা, কড লিভার তেল ইত্যাদি পোল্ট্রি খাদ্যে ভিটামিনের উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে কাজ করে।
- খনিজ পদার্থ (Minerals) : অজৈব পদার্থসমূহ খনিজ উপাদান। এগুলো দেহের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে, শরীরে অস্থি কাঠামো, রক্ত, ডিমের খোসা তৈরি করে এবং হজমে সাহায্য করে। হাড়ের গুঁড়া, মাছের কাঁটা, শামুক ঝিনুকের গুঁড়া, ডিমের খোসা, শস্য দানা, কড লিভার তেল ইত্যাদি পোল্ট্রি খাদ্যে উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে কাজ করে।
- পানি (Water) : পানির অপর নাম জীবন। একদিন বয়সের বাচ্চার দেহের ৮৫%, প্রাপ্ত বয়স্ক পোল্ট্রির দেহের ৫৫% এবং মাংস ও ডিমের ৭৩-৭৪%-ই পানি। পোল্ট্রির খাদ্যে ১০-১২ ভাগ পানি থাকে। বাকিটা খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। পানি দেহের কোষকলার স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করে, দেহের তাপমাত্রার সমতা রক্ষা করে, খাদ্যবস্তু হজমে সাহায্য করে, গৃহীত খাদ্যদ্রব্যকে দ্রবীভূত করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খাদ্যকে শরীরে শোষণে সাহায্য করে। তাই প্রতিদিন অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সঙ্গে পোল্ট্রিকে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।

(৪) খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা (Water & Feeding Management)

বাচ্চার প্রথম সপ্তাহ বয়স থেকেই মাথাপিছু ৮-১০ গ্রাম করে এবং প্রতি সপ্তাহে ৫-৭ গ্রাম পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে বয়লার স্টারটার খাবার সরবরাহ করতে হবে। (খাদ্য প্রদানের তালিকা সংযুক্ত করা হলো, টেবিল-১)। ৪ সপ্তাহ বয়সের পর ঘরের খাবার (খুদ, কুঁড়া, ভুষি) অল্প অল্প করে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। তবে পরিমাণে কম, অন্যথায় দৈহিক বৃদ্ধি কম হবে।

সাধারণত খাদ্য গ্রহণের দ্বিগুণ পানি প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রয়োজনমতো পরিষ্কার পানি ২৪ ঘণ্টায় বাচ্চার আশপাশে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম রেনামাইসিন, ১ গ্রাম ডব্লিউ এস ভিটামিন, ১০ গ্রাম চিনির মাধ্যমে তৈরীকৃত দ্রবণ অল্প অল্প করে পানির পাত্রে দিয়ে ৩-৪ দিন পর্যন্ত বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে।

এক্ষেত্রে ১ম মাস প্রতি ২০-৩০টি বাচ্চার জন্য ১ লিটার ধারণ ক্ষমতার এবং ২য় মাস ২-৩ লিটার ধারণ ক্ষমতার প্লাস্টিক ড্রিংকার সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া ১ম মাস থেকে ২য় মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি ২০-৩০টি বাচ্চার জন্য যথাক্রমে ১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১.৫ কেজি ধারণ ক্ষমতার খাদ্য পাত্র সরবরাহ করতে হবে।

রোগের নাম ও লক্ষণ

▪ রানীক্ষেত ▪ কলেরা ▪ বসন্ত ▪ রক্ত আমাশয় ▪ কৃমি রোগ ▪ চুনা রোগ ▪ জাম্মু রোগ ইত্যাদি।

১. রানীক্ষেত রোগ

লক্ষণ : মুরগি খাওয়া বন্ধ করে দেয়, চোখ বুজে ঘুমায়, চোখ মুখ এবং নাক দিয়ে সর্দি পড়ে, শ্বাসকষ্ট হয়, ঠোঁট ওপরের দিকে রেখে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়, ডানা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে, চুনের মতো সাদা পায়খানা হয় এবং হঠাৎ কক কক শব্দ করে মারা যায়।

চিকিৎসা : কুসুমিক্সপ্লাস পাউডার বা রেনামাইসিন টেবলেট খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

২. কলেরা

লক্ষণ : পাতলা পায়খানা করে, পায়খানা দুর্গন্ধ হয়, পা ধরে ওপরে ওঠালে মুখ দিয়ে পানি পড়ে, মাথার ঝুঁটি কালো হয়ে যায়। বর্ষাকালে এই রোগ বেশি হয়।

চিকিৎসা : ১ গ্রাম কুসুমিক্সপ্লাস পাউডার ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৪ দিন খাওয়াতে হবে। রেনামাইসিন ট্যাবলেট ১টি ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ : নিয়মিত টিকা দিতে হবে। ১ সি সি টিকা ১ বার দিতে হবে। এই টিকা ৬ মাস পরপর বছরে ২ বার দিতে হবে।

৩. বসন্ত রোগ

লক্ষণ : পালকবিহীন অংশে দেখা যায়, যেমন মাথায় ঝুঁটি, কানের লতি, চোখের পাতায় প্রথমে লাল পড়ে কালো হয়ে ঘা হয়।

চিকিৎসা : রেনামাইসিন ইনজেকশন ১ সিসি করে ৩-৫ দিন দিতে হবে। অথবা ১ গ্রাম রেনামাইসিন ট্যাবলেট ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে দিনে ২ বার খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ : নিয়মিত টিকা দিতে হবে। এই টিকা বছরে ১ বার দিতে হবে।

৪. রক্ত আমাশয়

লক্ষণ : চোখ বন্ধ করে ঝিমায়, বেশি বেশি পানি পান করে, পাখা ঝুলে পড়ে।

চিকিৎসা : ১টি রেনামাইসিন ট্যাবলেট ৬ ভাগ করে প্রতিদিন সকালে ১ ভাগ এবং বিকেলে ১ ভাগ।

প্রতিরোধ : মাঝে মাঝে ১/২ মাত্রার ট্যাবলেট সুস্থ মুরগিকে খাওয়াতে হবে।

৫. কৃমি রোগ

লক্ষণ : পাতলা পায়খানা করে, ডিম কম দেয়, ওজন কমে যায় ও রক্তস্বল্পতা দেখা যায়।

চিকিৎসা : এভিনেক্স ট্যাবলেট ১/২ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধ : বাচ্চার জন্য ৪-৭ দিন ১ ফোঁটা চোখে আবার ২১ দিন পর ১ ফোঁটা চোখে বি সি আর ডি টিকা দিতে হবে। ২ মাস আর একবার ডিভি ১ সি.সি দিতে হবে।

৬. চুনা রোগ

লক্ষণ : চুনের পানির মতো পাতলা পায়খানা করে, ডিম কম দেয়, ওজন কমে যায় ও রক্তস্বল্পতা দেখা যায়।

৭. জাম্মু রোগ

লক্ষণ : মুরগি খাওয়া বন্ধ করে দেয়, চোখ বুজে ঘুমায়। চোখ, মুখ ও নাক দিয়ে সর্দি পড়ে, শ্বাসকষ্ট হয়, ঠোঁট উপরের দিকে রেখে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়, ডানা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে, চুনের মতো সাদা পায়খানা হয় এবং হঠাৎ কক কক শব্দ করে মারা যায়।

চিকিৎসা : কুসুমিক্সপ্লাস পাউডার বা রেনামাইসিন ট্যাবলেট খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

টেবিল-১ : দেশি মুরগির দৈনিক খাদ্য প্রদানের নিয়ম (Feeding Schedule)

বয়স (মাস)	বয়স (সপ্তাহ)	পরিমাণ (গ্রাম/বাচ্চা/দিন)	মন্তব্য
	১	৮	প্রতিটি মুরগিকে দৈনিক খাদ্য গ্রহণের দ্বিগুণ পরিমাণ (সি.সি/মি.লি) পানি অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।
	২	১২	
	৩	১৫	
১ মাস	৪	২০	
	৫	২২	
	৬	২৫	
	৭	৩০	
২ মাস	৮	৩৫	
	৯	৩৮	
	১০	৪০	
	১১	৪৩	
৩ মাস	১২	৪৫	
	১৩	৪৮	
	১৪	৫০	
	১৫	৫৩	
৪ মাস	১৬	৫৫	
	১৭	৫৭	
	১৮	৫৯	
	১৯	৬১	
৫ মাস	২০	৬৪	
	২১	৬৫	
	২২	৬৬	
	২৩	৬৮	
৬ মাস	২৫	৭০	

বি: দ্র: প্রাপ্তবয়স্ক মুরগিকে (৬০-৮০ গ্রাম দৈনিক) হারে সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে, তবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে খাদ্য সরবরাহ বেশি করতে পারলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যাবে।

১০০টি মুরগি পালনের সম্ভাব্য বাজেটসহ লাভ-ক্ষতির হিসাব

১. স্থায়ী সম্পদ

বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
মুরগি পালনের জন্য সেড তৈরি বাবদ	০১টি	১৫০০০.০০
মুরগির খাঁচা তৈরি বাবদ	০৫টি	৪০০০.০০
খাদ্যের পট	০৫টি	১০০০.০০
পানির পট	১০টি	২৫০০.০০
ডিম রাখার পাত্র	২০টি	৩০০.০০
মোট=		২২৮০০.০০

২. চলতি ব্যয়

বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
মুরগির বাচ্চা ক্রয়-১২০টি x৪০.০০	১২০টি	৪৮০০.০০
মিশ্র খাবার -৪০০০.০০ x ১৮	১৮ মাস	৭২০০০.০০
মেডিসিন	প্রয়োজন অনুসারে	১০০০০.০০
নিজস্ব শ্রম	১৮ মাস	-
	মোট=	৮৬৮০০.০০

মোট খরচ = স্থায়ী খরচ + চলতি ব্যয় = ২২৮০০.০০ + ৮৬৮০০.০০=১০৯৬০০.০০

৩. মোট বিক্রয় থেকে আয়

ডিম বিক্রয় থেকে আয়-৮ x ৩১০২৫টি	২৪৮২০০.০০
মুরগি বিক্রয় থেকে আয়- ১৩৫.০০ x ১৮০ কেজি	২৪৩০০.০০
মোট=	২৭২৫০০.০০

লাভ বা মুনাফা= মোট আয়- মোট ব্যয় = ২৭২৫০০.০০- ১০৯৬০০.০০= ১৬২৯০০.০০

২০টি মুরগি পালনের সম্ভাব্য বাজেটসহ লাভ-ক্ষতির হিসাব

১. স্থায়ী সম্পদ

বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
মুরগি পালনের জন্য শেড তৈরি বাবদ	০১টি	২৫০০.০০
খাদ্যের পট	০২টি	৪০০.০০
পানির পট	০৪টি	২০০.০০
ডিম রাখার পাত্র	০১টি	১০০.০০
	মোট =	৩২০০.০০

২. চলতি ব্যয়

বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
মুরগির বাচ্চা ক্রয়-২০টি x ৫০.০০	২০টি	১০০০.০০
মিশ্র খাবার	৮০ দিন	১৪০০.০০
মেডিসিন	প্রয়োজন অনুসারে	২০০.০০
নিজস্ব শ্রম	৮০ দিন	-
	মোট=	২৬০০.০০

মোট খরচ= স্থায়ী খরচ + চলতি ব্যয় = ৩২০০.০০+২৬০০.০০=৫৮০০.০০

৩. মোট বিক্রয় থেকে আয়

ডিম বিক্রয় থেকে আয়	৭৬০০.০০
(-) মোট ব্যয়	৫৮০০.০০
মোট=	১৮০০.০০

লাভ বা মুনাফা= মোট আয়- মোট ব্যয় = ৭৬০০.০০- ৫৮০০.০০=১৮০০.০০

হাঁস পালন

পরিবেশ উপযোগী জাত

পাতিহাঁসের অনেক ধরনের জাত আছে। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে যে পাতিহাঁস পালন করা হয় তা খাকি ক্যাম্বেল জাতের। খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের রং খাকি। এই হাঁস সাধারণত ডিম পাড়ার জন্য পালন করা হয়। এই জাতের পাতিহাঁস এলাকার জন্য সব থেকে বেশি উপযোগী। এছাড়া জিংডিং জাতের পাতিহাঁসও নোনা পরিবেশে ও অল্প জায়গায় লাভজনকভাবে পালন করা সম্ভব।

জিনডিং হাঁস দেখতে খাকি ক্যাম্বেলের মতো তবে পাখায় কালো কালো দাগ থাকে এবং এ হাঁসের গলা অপেক্ষাকৃত লম্বা। এই হাঁসও ডিম পাড়ার জন্য পালন করা হয়। বাংলাদেশে এই হাঁস পালনের প্রচলন অপেক্ষাকৃত নতুন।

উভয় প্রজাতির হাঁস পালনের পদ্ধতি ও কৌশল প্রায় একই রকম।

সঠিকভাবে পালন করতে পারলে উভয় প্রজাতির একটি হাঁস থেকে বছরে ২৫০টির বেশি ডিম পাওয়া যেতে পারে। সাধারণত ২২ সপ্তাহ বয়স থেকে হাঁসি ডিম পাড়া শুরু করে।

বাসস্থান

বাসস্থানে প্রতি হাঁসের জন্য ১ বর্গহাত জায়গা দরকার হয়।
ঘরের চালা গোলপাতা, খড় বা ছন দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে; চালের উচ্চতা মেঝে থেকে ৩-৪ হাত হলে ভালো হয়। ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকা দরকার। এই জন্য ঘরের বেড়া কাঠের বাতি দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে অথবা তারের জাল দিয়েও তৈরি করা যেতে পারে। ঘরের মেঝে শুকনো রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে কাঁচা মেঝেতে কাঠের গুঁড়া বা তুষ দেয়া যেতে পারে।

বাচ্চা সংগ্রহ

হাঁস পালন শুরু করার জন্য হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। সরকারি খামার থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়। বেসরকারি খামার থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। অথবা স্থানীয় বাজার বা পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়।

কত বয়সের বা কি ধরনের বাচ্চা কিনতে হবে তা নিজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে বা স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে।
বাড়ন্ত বা পূর্ণ বয়স্ক হাঁস কিনেও হাঁস পালন শুরু করা যায়। পরে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে হাঁসের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

হাঁসের বাচ্চা পালন

পানিতে বাচ্চা ছাড়ার সময়

১। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া যাবে না।
২। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা ঘরে প্রতিপালন করতে হবে।
৩। পানিতে ছাড়ার সময় হলে প্রথম দিনেই সারা দিন রাখা ঠিক নয়।
৪। দিনে ধীরে ধীরে চারবার পানিতে ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে।
৫। গরম কালে ২ সপ্তাহ বয়সে পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

ডিম ফোটানোর পদ্ধতি

নিষিক্ত হাঁসের ডিম মুরগি দ্বারা তা দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে বাচ্চা ফোটানো যায়। এক্ষেত্রে একটি দেশি সুস্থ সবল কুঁচে মুরগির নিচে ৮-১০টি পরিষ্কার ডিম বসানো হয়। ২১-২৮ দিন সময়ের মধ্যে হাঁসের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এছাড়া ইনকিউবেটর ও তুষ পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবেও হাঁসের বাচ্চা ফোটানো যায়।

পালন পদ্ধতি

রাতে হাঁস তার ঘরে থাকবে, ভোর বেলায় হাঁস ঘর থেকে বের করে খাবার দিতে হবে। এরপর পুকুর বা ডোবাতে হাঁস ছেড়ে দিতে হবে। তবে পুকুর বা ডোবা ঘিরে দিতে হবে যাতে হাঁস চিংড়ি ঘের বা ফসলের ক্ষতি করতে না পারে। ঘেরের উচ্চতা ৩ ফুট হলেই যথেষ্ট। পুরোনো জাল বা নেট দিয়ে এই ঘেরা দেয়া যেতে পারে।

খাবার ও পানি

ভাঙ্গা গম বা গমের ভুষি বা চালের কুঁড়া ও মাছের গুঁড়া, এর সাথে একটু খৈল একত্রে মিশিয়ে হাঁসকে খাওয়াতে হয়। আমিষের জন্য খাবারে মাছের গুঁড়া দেওয়া হয়। বাচ্চা হাঁসের খাবারে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২১ ভাগ ও ডিম দেওয়া হাঁসের জন্য আমিষের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ রাখতে হবে। মাছের গুঁড়ার বদলে শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া বা চিংড়ি আলাদাভাবে দেওয়া যেতে পারে।

প্রতি কেজি হাঁসের খাবারের সাথে ১.৫ গ্রাম ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স মিশাতে হয়।
প্রয়োজনমতো পানি মিশিয়ে হাঁসের খাবার তৈরি করতে হয়। এর সাথে আলাদা পাত্রে পরিষ্কার পানি দিতে হবে। সাধারণত ১-২ মাস বয়স পর্যন্ত হাঁসকে দিনে ৪-৫ বার করে খাবার দিতে হয়। ৮ সপ্তাহ বয়স থেকে ২-৩ বার এবং বাড়ন্ত হাঁসকে দিনে ২ বার খাওয়াতে হয়।
১ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ১৫ গ্রাম হলেই চলে। এরপর ৪র্থ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ১০ গ্রাম করে পরিমাণ বাড়াতে হবে। এরপর ৮ম সপ্তাহ পর্যন্ত ৪৫ গ্রাম করে এবং বাড়ন্ত হাঁসের জন্য ৯০ গ্রাম খাবার লাগবে। প্রাপ্তবয়স্ক (২০ সপ্তাহ) একটি হাঁসকে ১২৫ গ্রাম খাবার দিলে চলে।

হাঁসের বিভিন্ন রোগবালাই; চিকিৎসা ও প্রতিকার

হাঁসের রোগের বেলায় রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খুব কম ফল পাওয়া যায়। তাই চিকিৎসার চেয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উত্তম। এজন্য উপজেলা/ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বা সেবাকেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। হাঁসের কয়েকটি প্রধান রোগ সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো–

ডাক প্লেগ

লক্ষণসমূহ

হাঁসের প্লেগ রোগটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়। এটি একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এই রোগে মৃত্যুর হার খুব বেশি। যে কোনো বয়সের হাঁস এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে তবে পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের এ রোগ বেশি হয়, মাটিতে ঠেস দিয়ে ঘুমায়, খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়, পিপাসায় কাতর হয়ে বারবার পানি খেতে চায়, খুব পাতলা পায়খানা করে এবং লেজের আশপাশে মল লেগে থাকে, আলো দেখলে ভয় পায়, নাক ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়, পা ও পাখা অবশ হয়ে যায় এবং মাথা, ঘাড় ও শরীরে কাঁপুনি দেখা যায়। আক্রান্ত হাঁস বুকের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ে, ডিম পাড়া হাঁসির ডিম দেওয়া হঠাৎ করে কমে যায়, পানিতে ভাসমান অবস্থায় মারা যায়।

চিকিৎসা

আক্রান্ত হাঁসের কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত হাঁসকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে এবং মৃত হাঁস মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ

ডাক প্লেগ নামক টিকা দিয়ে এই রোগের হাত থেকে হাঁসকে বাঁচাতে হলে টিকা দিতে হবে। ৪ সপ্তাহ হলে ১/২ সিসি ওষুধ বাচ্চার রানে দিতে হবে। ১৫ দিন পর ১ সি সি করে বুস্টার ডোজ এবং ৪-৫ মাস অন্তর সুস্থ হাঁসকে নিয়মিত ডাক প্লেগ রোগের টিকা দিতে হবে।

ডাক কলেরা

এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই রোগের সৃষ্টি। সকল বয়সের হাঁস বছরের যেকোনো সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণসমূহ

সবুজ বা হলুদ রঙের পাতলা পায়খানা হয়, বুকের ওপর ভর দিয়ে হাঁটে এবং বসে থাকতে চায়, পালক খসখসে হয়ে যায়, মাথা এদিক-ওদিক ঘোরাতে থাকে, খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, মুখ ও হাঁটু ফুলে যায়, নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, পিপাসা বেড়ে যায়।

চিকিৎসা

আক্রান্ত হাঁসের কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত হাঁসকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে এবং মৃত হাঁসকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ

সুস্থ হাঁসকে প্রতি ৬ মাস অন্তর টিকা দিতে হবে। দেড় মাস বয়সী হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম এই টিকা দিতে হয়। ১০০ সিসি বোতলে এই টিকা পাওয়া যায়। এ থেকে ১০০টি হাঁসের টিকা দেওয়া যায়। এই টিকার বোতল খুললে পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা যায় না।

বার্ড ফ্লু

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (H5N1) দ্বারা এই রোগের সৃষ্টি। সাধারণত বন্য/অতিথি হাঁস, মুরগি কিংবা পাখি থেকে এ রোগ গৃহপালিত হাঁস-মুরগির শরীরে ছড়ায়। বছরের যেকোনো সময়ে কোনো পূর্ব লক্ষণ ছাড়াও সব বয়সের হাঁস এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বার্ড ফ্লু মানব দেহেও আক্রান্ত হতে পারে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

লক্ষণসমূহ

পাতলা পায়খানা হয়, চোখ দিয়ে পানি ঝরে, খুঁড়িয়ে হাঁটে, আক্রান্ত হাঁস দুর্বল হয়ে একসাথে বসে থাকে এবং মাথা নিচের দিকে ঝুঁকে রাখে, আক্রান্ত হাঁসের চোখের পাতা ও মাথা ফুলে থাকে, খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

চিকিৎসা

আক্রান্ত হাঁসের কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত ও মৃত হাঁসকে দ্রুত মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ

- হাঁস-মুরগি আলাদাভাবে পালন করতে হবে
- ঘরের হাঁস যেন কোনোভাবেই বন্য/অতিথি হাঁস বা পাখির সাথে মিশতে না পারে
- হাঁসের অস্বাভাবিক আচরণ/মৃত্যু চোখে পড়লে দেরি না করে সুস্থ হাঁস থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে
- এবং স্থানীয় পশুসম্পদ কর্মকর্তা বা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জানাতে হবে
- আক্রান্ত হাঁস খাওয়া যাবে না
- নিয়মিত হাঁসের খোঁয়াড় পরিষ্কার করতে হবে
- রোগাক্রান্ত পাখির মল সার হিসেবে কিংবা মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না
- সুস্থ হাঁসকে বার্ড ফ্লুর টিকা দিতে হবে।

ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস

লক্ষণ : ১ মাস বয়সের বাচ্চার (১-৪) সপ্তাহের মধ্যে হয়, হঠাৎ মাথা কাত করে চিত হয়ে পড়ে যায়, ঠোঁট বেগুনি হয়, পা খিঁচুনি দেয় এবং ৩-৪ দিনের মধ্যে সব বাচ্চা মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ : ১ দিনের বাচ্চাকে টিকা দিতে হবে।

কৃমি রোগ

সাধারণত খাদ্যের সাথে এবং স্যাঁতসেঁতে অপরিচ্ছন্ন মেঝে থেকে হাঁসের শরীরে কৃমির ডিম ঢুকে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের কৃমি, যেমন- গোলকৃমি, ফিতাকৃমি, সুতাকৃমি ইত্যাদি দ্বারা হাঁস আক্রান্ত হয়।

লক্ষণসমূহ

- হাঁস শুকিয়ে যেতে থাকে এবং পালক উস্কোখুস্কো হয়ে দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়
- রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়

- চোখে মুখে রক্তশূন্যতার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ঝিমাতে থাকে
- দেহের ওজন কমে যায় এবং ডিম পাড়া বন্ধ হয়ে যায়
- কৃমির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে অন্ত্রনালির ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং মারা যায়

চিকিৎসা

চিকৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পাইপাইয়াজিন নামক ওষুধ খাওয়াতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ

অন্ততপক্ষে প্রতি ৩ মাস পর পর কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং হাঁসের বাসস্থান সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

ভিটামিনের অভাব বা অপুষ্টিজনিত রোগ

হাঁসের সুষম খাবারের সাথে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব হলে বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এতে হাঁসের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

লক্ষণসমূহ

- চোখের পাতা ফুলে যায় এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে
- রাতকানা হয়ে যায়
- হাড় দুর্বল হয়ে যায়
- ডিমের খোসা পাতলা হয়ে যায়
- দেহের ওজন কমে যায় এবং ডিম পাড়া কমে যায়
- পালক উস্কোখুস্কো হয়ে যায় ও ঝরে পড়ে

চিকিৎসা

মাঝেমধ্যে দানাদার খাদ্যের সাথে ভিটামিন ও খনিজ মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ

সুষম খাদ্যের সাথে প্রতিদিন সবুজ শাকসবজি যেমন কপি পাতা, পালংশাক, কলমি শাক দেয়া যেতে পারে।

বিষক্রিয়া

পচা, দূষিত খাবার থেকে এবং হাঁসের খাবার পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার না করলে ভিজা খাদ্য ও লিটারে জন্মানো ছত্রাক ও মোল্ড থেকে উদ্ভাবিত আফলা টক্সিন ও মাইকো টক্সিনের ফলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

লক্ষণসমূহ

- দেহের বৃদ্ধি কমে যায়
- পায়ের ও ঠোঁটের রং পরিবর্তন হয় ও হাঁস খোঁড়াতে থাকে
- ওজন কমতে থাকে
- হঠাৎ পড়ে হাঁফাতে থাকে এবং মৃত্যু হয়

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

রোগ প্রতিরোধ

- ছত্রাক ও মোল্ডযুক্ত খাদ্য পরিহার করতে হবে
- খাবার পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে
- লিটার আর্দ্রতামুক্ত রাখতে হবে
- খাদ্যের সাথে ছত্রাক ও মোল্ড প্রতিষেধক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

হাঁস পালনে যা মনে রাখতে হবে:

আবহাওয়া পরিবর্তন বা হাঁসের পালক পাল্টানোর সময় ডিম উৎপাদন কমে যেতে পারে।

বন্য প্রাণী যেমন- শিয়াল, বাগডাশ, বনবিড়াল, বেজি বা গুইসাপ হাঁস বা হাঁসের ডিম খেয়ে ফেলতে পারে।

নদীতে জোয়ার-ভাটার স্রোতে হাঁস দলছুট হতে পারে বা অন্যত্র ভেসে যেতে পারে।

দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

হাঁস পালনের সম্ভাব্য বাজেটসহ লাভ-ক্ষতির হিসাব

১. স্থায়ী সম্পদ

বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
হাঁস পালনের জন্য শেড তৈরি বাবদ	০১টি	১২০০০.০০
খাদ্যের পট	১০টি	৭০০.০০
ডিম রাখার পাত্র	২০টি	৩০০.০০
মোট=		১৩০০০.০০

২. চলতি ব্যয়

বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
হাঁস ক্রয়-১২০টি x ৪০.০০	১২০টি	৪৮০০.০০
মিশ্র খাবার -৩০০০.০০ x ১৮	১৮ মাস	৫৪০০০.০০
মেডিসিন	প্রয়োজন অনুসারে	৫০০০.০০
নিজস্ব শ্রম	১৮ মাস	-
	মোট=	৬৩৮০০.০০

মোট খরচ= স্থায়ী খরচ + চলতি ব্যয়= ১৩০০০.০০ +৬৩৮০০.০০=৭৬৮০০.০০

৩. মোট বিক্রয় থেকে আয়

ডিম বিক্রয় থেকে আয়-১২০ x ২৫০ x ৮	২৪০০০০.০০
হাঁস বিক্রয় থেকে আয়- ৩০০.০০ x ১২০টি	৩৬০০০.০০
মোট=	২৭৬০০০.০০

লাভ বা মুনাফা= মোট আয়-মোট ব্যয়= ২৭৬০০০.০০-৭৬৮০০.০০ = ১৯৯২০০.০০

কবুতর পালন

কবুতর পালন : প্রাথমিক তথ্য

আমাদের দেশে বিভিন্ন গৃহপালিত পাখির মধ্যে কবুতর সর্বাধিক জনপ্রিয়। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবুতর পালন করা হয়- এর বাহ্যিক সৌন্দর্যগত দিকগুলোর কারণে। প্রাচীনকালে কবুতর পালন করা হতো চিঠি আদান-প্রদানের কাজে। শোনা যায় প্রাচীনকালে রাজা-বাদশাহ তাদের বিভিন্ন ধরনের বার্তা প্রেরণের জন্য বেছে নিতেন কবুতরকে। এ ছাড়া, পৃথিবীজুড়ে কবুতরকে ধরা হয় শান্তির দূত হিসেবে। এই কারণে, বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কবুতরকে খাঁচামুক্ত করে উদ্বোধন করা হয়।

সবচেয়ে বড় কথা, কবুতর পালন করার জন্য অতিরিক্ত বা বাহুল্য কোনো খরচ হয় না। কবুতরকে সহজেই পোষ মানানো যায়। বাড়ির যেকোনো কোণ বা আঙিনা অথবা বাড়ির ছাদ কিংবা কার্নিশের মতো ছোট বা অল্প জায়গাতেও কবুতর পালন করা যায়। এমনকি ছাদের সাথে ঝুড়ি ঝুলিয়ে ও কবুতর পালন করা যায়। এই কারণে শহরে কি গ্রামে অনেক বাড়িতেই কবুতর পালন করা যায়।

কবুতরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং বলকারক বিশেষজ্ঞরা বলেন, কবুতরের মাংসে সাধারণ অন্যান্য পাখির মাংসের চেয়ে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। ফলে আমিষের পাশাপাশি প্রোটিনের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য ও কবুতরের মাংস খাওয়া হয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে কবুতর পালন করে অনেকেই অল্প সময়ে এটাকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে দাঁড় করাতে পেরেছেন। কবুতর সাধারণভাবে জোড়ায় বেঁধে বাস করে। প্রতি জোড়ায় একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী কবুতর থাকে। এরা ১২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। যত দিন বেঁচে থাকে তত দিন এরা ডিমের মাধ্যমে বাচ্চা প্রজনন করে থাকে। ডিম পাড়ার পর স্ত্রী ও পুরুষ উভয় কবুতরই পর্যায়ক্রমে উক্ত ডিমে তা দিয়ে থাকে। কবুতরের কোনো জোড়া হঠাৎ ভেঙে গেলে সেই জোড়া তৈরি করতে কিছুটা বেগ পেতে হয়। নতুন জোড়া তৈরি করার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ কবুতরকে একঘরে কিছু দিন রাখতে হয়।

কবুতর পালনের বিভিন্ন সুবিধাসমূহ

কবুতর পালন করলে অসুবিধার চেয়ে সুবিধার পরিমাণ বেশি। কবুতর পালনের বিভিন্ন সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো।

(১) সাধারণত একটি ভালো জাতের কবুতর বছরে ১২ জোড়া ডিম প্রদানে সক্ষম হয়ে থাকে। এই ডিমগুলোর প্রায় প্রতিটি থেকেই বাচ্চা পাওয়া যায়। এই বাচ্চা পরবর্তী ৪ সপ্তাহের মধ্যেই খাওয়া বা বিক্রির উপযোগী হয়।

(২) গৃহপালিত অন্যান্য পাখির মধ্যে কবুতরকে পোষ মানানো বা লালন করা যায়।

(৩) খুবই অল্প জায়গায় কবুতর লালন পালন করা যায়। এমনকি ঝোলানো ঝুড়িতেও কবুতর পালন করা সম্ভব। লালন-পালনে কম জায়গা লাগে বলে কবুতর পোষায় খরচের পরিমাণ একেবারেই কম।

(৪) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবুতর নিজের খাবার নিজেই খুঁজে নিয়ে থাকে। এই কারণে কবুতরের খাবারের জন্য বাড়তি যত্ন বা খরচ খুব একটা হয় না বললেই চলে।

(৫) কবুতরের থাকার জায়গার জন্য বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয় না। বাড়ির আঙিনা বা ছাদের ওপর কাঠের ঘর তৈরি করে অনায়াসেই কবুতর পালন করা যায়। প্রমাণ সাইজের ঝুড়িতে করেও কবুতর পালন করা যায়।

(৬) একটি পূর্ণাঙ্গ বয়সের কবুতর ডিম দেবার উপযোগী হতে ৫ থেকে ৬ মাস সময় লাগে। এই অল্প সময় অতিক্রান্ত হবার পর থেকেই কবুতর বছরে প্রায় ১২ জোড়া ডিম প্রদানে সক্ষম। ২৬ থেকে ২৮ দিন বয়সেই কবুতরের বাচ্চা খাবার উপযোগী হয়ে থাকে বা এই বাচ্চাকে বাজারজাত করা যায়। সাধারণত কবুতরের বাচ্চা রোগীর পথ্য হিসেবেও অনেকে বেছে নেন।

(৭) কবুতরের ডিম থেকে মাত্র ১৮ দিনেই বাচ্চা সাধারণ নিয়মে ফুটে থাকে। এই বাচ্চা আবার পরবর্তী ৫ থেকে ৬ মাস পরে নিজেরাই ডিম প্রদান শুরু করে। ফলে কবুতর বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক নিয়মে নিজেরাই বাড়াতে থাকে নিজেদের সংখ্যা।

(৮) কবুতরের মাংসের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। কারণ, কবুতরের মাংস খুবই সুস্বাদু ও বলকারক। তাছাড়া, বাজারের অন্যান্য মাংসের জোগান থেকে কবুতর কিছুটা সস্তাতেও পাওয়া যায়।

একটি খুব ভালো প্রজাতির কবুতর লালন করলে পরবর্তী ১ বছরের মধ্যে সেই জোড়া থেকে কয়েক জোড়া কবুতর পাওয়া খুব বেশি আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। এই কবুতরকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে ধরা যেতে পারে। কারণ, কবুতর লালন-পালনের খরচ খুব একটা নেই। এমনকি কবুতরের রোগব্যাধি কম হয়। কবুতরের থাকার জায়গা নির্বাচনেও অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কবুতর পালন অবশ্যই লাভজনক।

ধারাবাহিকভাবে কবুতর তার বংশবৃদ্ধি করে বলে অনেকেই আজকাল কবুতর পালনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। মুরগির মাংসের বিকল্প হিসেবে কিংবা অতিথি পাখির বিকল্প হিসেবে অনেকেই কবুতরের মাংস বেছে নিয়ে থাকেন।

কবুতর প্রতিপালন ব্যবস্থাপনা

কবুতর প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা

কবুতর প্রতিপালন এখন শুধু শখ ও বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং তা এখন একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কবুতর বাড়ি ও পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা ছাড়াও অল্প খরচে এবং অল্প ঝামেলায় প্রতিপালন করা যায়। কবুতরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও বলকারক হিসেবে সদ্য রোগমুক্ত ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। রোগীর পথ্য হিসেবে কবুতরের মাংস ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে অনেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কবুতর পালন করছেন।

কবুতর প্রতিপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশে সাধারণত কবুতরকে মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। কবুতরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু, বলকারক ও রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা সাধারণ মানুষের নিকট অতি প্রিয়।

১। ন্যূনতম ব্যয়ে প্রতিপালন

হাঁস-মুরগির তুলনায় কবুতর পালন মোটেও ব্যয়বহুল নয়। স্বল্প পুঁজি, অল্প খরচ ও সীমিত স্থানে অতি সহজে কবুতর পালন করা যায়।

২। কবুতরের ঘর নির্মাণে ন্যূনতম ব্যয়

গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত সাধারণ পদ্ধতিতে পারিবারিকভাবে কবুতর প্রতিপালন করা যায়। বাড়ির চালের বাড়তি অংশে কাঠ বা বাঁশের ঘর বা খোপের মতো করে দিলে এখানে আপনা আপনি কবুতর এসে বাসা বাঁধে এবং বংশবৃদ্ধি করে। এতে তেমন খরচ নেই বললেই চলে। এভাবে কবুতর প্রতিপালন করে অনেক পরিবার যেমন তাদের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে তেমনি অন্যভাবে নিয়মিত কবুতরের বাচ্চা বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে কবুতর প্রতিপালনেও সীমিত ব্যয় হয়। এদের ঘরের অধিকাংশই কাঠ ও বাঁশের তৈরি হয়ে থাকে। সর্বোপরি এ জন্য খুব কম জায়গার প্রয়োজন হয়।

৩। ডিম ফোটার হার

কবুতরের ক্ষেত্রে ডিম ফোটার হার ৯৮%, যা মুরগির ক্ষেত্রে প্রায়শ ৮০-৮৫% হয়ে থাকে। এদের ডিম ফোটানোর জন্য ইনকিউবেটর বা এজাতীয় কোনো ব্যয়বহুল যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। জেনারেশন বিরতি স্বল্প বয়সে এদের পুনরুৎপাদন শুরু হয়। তাই একজন উৎপাদনকারী অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হতে পারে। একটি কবুতর সাধারণত বছরে ১০-১২ জোড়া বাচ্চা দেয়। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে ১৬-১৮ দিন সময় লাগে।

কবুতরের জাত

বহু বিচিত্র ধরনের নানা জাতের কবুতর রয়েছে। আমাদের দেশে ২০টিরও অধিক জাতের কবুতর আছে বলে জানা যায়। নিম্নে প্রধান কয়েকটি জাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। গোলা

এই জাতের কবুতরের উৎপত্তিস্থল পাক-ভারত উপমহাদেশ। আমাদের দেশে এ জাতের কবুতর প্রচুর দেখা যায় এবং মাংসের জন্য এটার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। ঘরের আশপাশে খোপ নির্মাণ করলে এরা আপনাআপনি এখানে এসে বসবাস করে। এদের বর্ণ বিভিন্ন শেডযুক্ত ধূসর রঙের। এদের চোখের আইরিস গাঢ় লাল বর্ণের এবং পায়ের রং লাল বর্ণের হয়।

২। গোলী

গোলা জাতের কবুতর থেকে গোলী জাতের কবুতর ভিন্ন প্রকৃতির। এ জাতের কবুতর পাকিস্তানের লাহোর ও ভারতের কলকাতায় বেশ জনপ্রিয় ছিল। এদের লেজের নিচে পাখার পালক থাকে। ঠোঁট ছোট হয় এবং পায়ে লোম থাকে না। এদের বর্ণ সাদার মধ্যে বিভিন্ন ছোপযুক্ত।

৩। টাম্বলার

এসব জাতের কবুতর আকাশে ডিগবাজি খায় বলে এদের টাম্বলার বলে। আমাদের দেশে এই জাতটি গিরিবাজ নামে পরিচিত। এদের উৎপত্তিস্থল পাক-ভারত উপমহাদেশ। মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের দেশে এদের যথেষ্ট কদর রয়েছে।

৪। লোটন

লোটন কবুতরকে রোলিং (Rolling) কবুতরও বলা হয়। গিরিবাজ কবুতর যেমন শূন্যের ওপর ডিগবাজি খায়, তেমন লোটন কবুতর মাটির উপর ডিগবাজি খায়। সাদা বর্ণের এই কবুতরের ঘুরানো ঝুঁটি রয়েছে। এদের চোখ গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের এবং পা লোমযুক্ত।

৫। লাহোরী

আমাদের দেশে এই কবুতর সিরাজী কবুতর হিসেবে পরিচিত। এদের উৎপত্তিস্থল লাহোর। এদের চোখের চারদিক থেকে শুরু করে গলার সম্মুখভাগ, বুক, পেট, নিতম্ব, পা ও লেজের পালক সম্পূর্ণ সাদা হয় এবং মাথা থেকে শুরু করে গলার পিছন দিক এবং পাখা রঙিন হয়। সাধারণত কালো, লাল, হলুদ, নীল ও রুপালি ইত্যাদি বর্ণের কবুতর দেখা যায়।

৬। কিং

কিং জাতের কবুতরের মধ্যে হোয়াইট কিং এবং সিলভার কিং আমেরিকাসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিং জাতের কবুতর প্রদর্শনী এবং স্কোয়াব (Squab) বাচ্চা উৎপাদনে ব্যবহার হয়। এই জাতের কবুতর মূলত প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত হয়।

৭। ফ্যানটেল

এটি অতি প্রাচীন জাতের কবুতর। ফ্যানটেল জাতের কবুতরের উৎপত্তি ভারতে। এ জাতের কবুতর লেজের পালক পাখার মতো মেলে দিতে পারে বলে এদেরকে ফ্যানটেল বলা হয়। এদের রং মূলত সাদা তবে কালো, নীল ও হলুদ বর্ণের ফ্যানটেল সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে। এদের লেজের পালক বড় হয় ও ওপরের দিকে থাকে। পা পালক দ্বারা আবৃত থাকে। এ জাতের কবুতর প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত হয় এবং দেশ বিদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

৮। জ্যাকোবিন

এই কবুতরের মাথার পালক ঘাড় অবধি ছড়ানো থাকে যা বিশেষ ধরনের মস্তকাবরণের মতো দেখায়। এদের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এদের আদি জন্মস্থান ভারত বলেই ধারণা করা হয়। এই কবুতর সাধারণত সাদা, লাল, হলুদ, নীল ও রুপালি বর্ণের হয়। এদের দেহ বেশ লম্বাটে। চোখ মুক্তার মতো সাদা হয়।

কবুতরের প্রজনন, ডিম উৎপাদন ও ডিম ফুটানো

হাঁস-মুরগির মতো যে কোনো মর্দা কবুতর মাদী কবুতরের সাথে সহজে জোড়া বাঁধে না। এদেরকে এক সাথে এক সপ্তাহ রাখলে জোড়া বাঁধে। মুরগির ন্যায় কবুতরের প্রজননতন্ত্রে ডিম উৎপন্ন হয়। তবে ডিম্বাশয়ে একসাথে সাধারণত মাত্র দুটি ফলিকুল তৈরি হয়। এ কারণে প্রতিটি মাদী কবুতর দুটি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার ৪০-৪৪ ঘণ্টা পূর্বে ডিম্বস্খলন হয় এবং ডিম পাড়ার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তা নিষিক্ত হয়। অর্থাৎ যে ১৬-২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিম ডিম্বনালিতে থাকে সে সময়ে তা নিষিক্ত হয়ে থাকে। ডিম পাড়ার পর থেকে মর্দা ও মাদী উভয় কবুতর পর্যায়ক্রমে ডিমে তা দিতে শুরু করে। মাদী কবুতর প্রায় বিকেল থেকে শুরু করে পরের দিন সকাল পর্যন্ত ডিমে তা দেয় এবং বাকি সময়টুকু অর্থাৎ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মর্দা কবুতর তা দিয়ে থাকে। তা দেয়ার পঞ্চম দিনেই ডিম পরীক্ষা করে উর্বর বা অনুর্বর ডিম চেনা যায়। বাতির সামনে ধরলে উর্বর ডিমের ভিতর রক্তনালি দেখা যায়। কিন্তু অনুর্বর ডিমের ক্ষেত্রে ডিমের ভিতর স্বচ্ছ দেখাবে। সাধারণত ডিম পাড়ার ১৭-১৮ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এভাবে একটি মাদী কবুতর সাধারণত ১২ মাসে ১০-১২ জোড়া বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে। জন্মের প্রথম দিন থেকে ২৬ দিন বয়স পর্যন্ত কবুতরের বাচ্চার ক্রমবর্ধমান অবস্থা থাকে। প্রথমে সারা দেহ হলুদ পাতলা বর্ণের লোম দ্বারা আবৃত থাকে।

এই সময় নাক ও কানের ছিদ্র বেশ বড় দেখায়। ৪-৫ দিন পর বাচ্চার চোখ খোলে বা ফুটে। পনের দিনে সমস্ত শরীর পালকে ছেয়ে যায়। ১৯-২০ দিনে দুটো ডানা এবং লেজ পূর্ণতা লাভ করে ও ঠোঁট স্বাভাবিক হয়। এইভাবে ২৬-২৮ দিনে কবুতরের বাচ্চা পূর্ণতা লাভ করে। কবুতর সাধারণত ২০-৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

পিজিয়ন মিল্ক

কবুতরের খাদ্যথলিতে পিজিয়ন মিল্ক উৎপাদিত হয়। এই খাদ্যথলিতে দুটি অংশ বা লোব (lobe) থাকে। ডিমে তা দিতে বসার প্রায় অষ্টম দিন থেকে 'পিজিয়ন মিল্ক' উৎপাদনের প্রস্তুতি শুরু হয়।

এন্টিরিওর পিটুইটারি গ্রন্থির প্রোল্যাকটিন (Prolactin) হরমোনের প্রভাবে এই 'পিজিয়ন মিল্ক' উৎপন্ন হয়। এ কারণে কবুতর ছানার জন্য কোনো বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রায় ৭ দিন পর্যন্ত ছানা তার মাতা-পিতার কাছ থেকে প্রকৃতি প্রদত্ত খাবার পেয়ে থাকে। এটিকে পিজিয়ন মিল্ক বা কবুতরের দুধ বলা হয়। পিজিয়ন মিল্ক হলো পৌষ্টিক স্তরের কোষের মধ্যে চর্বির গুটিকা (globules of fat) যা পিতা-মাতা উভয়ের খাদ্যথলিতে যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ হয়। পিজিয়ন মিল্ক কবুতর ছানার জন্য একটি আদর্শ খাবার। এতে ৭০% পানি, ১৭.৫% আমিষ, ১০% চর্বি এবং ২.৫% বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকে। মাতা-পিতা উভয় কবুতরের খাদ্য থলির অভ্যন্তরীণ আবরণ থেকে পিজিয়ন মিল্ক উৎপন্ন হয়। কবুতরের জিহ্বা লম্বা ও সরু। মুখ গহ্বরের নিচের অংশ বেশ প্রশস্ত হয় যা ছানাকে খাওয়ানোর উপযোগী। মাতা ও পিতা কবুতর ছানার মুখের মধ্যে মুখ প্রবেশ করিয়ে খাবার সরাসরি অন্ননালিতে পৌঁছে দেয়।

কবুতরের ঘর

আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামে টিন বা খড়ের চালা ঘরের কার্নিশে মাটির হাঁড়ি অথবা টিন বেঁধে রেখে কবুতর পালনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়া কাঠের তৈরি ছোট ছোট খোপ তৈরি করেও কবুতর পালা হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হলো, কয়েক জোড়া কবুতরের ঘর করে এক জোড়া কবুতর পালন করলে কয়েক দিনের মধ্যে বাকি ঘরগুলোতে নতুন জোড়া কবুতর এসে বাসা বাঁধে। কবুতর পোষা খুব সহজ ও লাভজনক তা বলাই বাহুল্য। অল্প পরিসরে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কবুতর পালনের জন্য অবশ্যই সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে কবুতরের ঘর বা খোপ তৈরির বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করা হলো।

স্থান নির্বাচন : কবুতরের খামারের জন্য উঁচু ও শুষ্ক সমতল ভূমি থাকা প্রয়োজন।

ঘরের উচ্চতা : কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, বেজি ইত্যাদি যেন কবুতরের ঘর নাগালে না পায়, সেদিকে লক্ষ রেখে ঘর উঁচু করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে কাঠ বা বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার ওপর ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে।

ঘরের পরিসর: প্রতি এক জোড়া কবুতরের জন্য একটি ঘর থাকা প্রয়োজন। এক জোড়া কবুতর যাতে ঘরের ভিতর স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরতে ফিরতে পারে, তা লক্ষ্য রেখে ঘর নির্মাণ করতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা: কবুতরের ঘর বা খোপ এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন সেখানে পোকামাকড়, কৃমি, জীবাণু ইত্যাদির উপদ্রব কম থাকে এবং ঘর সহজেই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায়।

সূর্যালোক : ঘরে যাতে সূর্যের পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কারণ, সূর্যের আলো যেমন পাখির দেহে ভিটামিন-ডি সৃষ্টিতে সাহায্য করে তেমনি পরিবেশও জীবাণুমুক্ত রাখে।
বায়ু চলাচল : কবুতরের ঘরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ, দূষিত বাতাস বা পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাবে পাখির স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

কবুতরের খাদ্য

হাঁস-মুরগির ন্যায় কবুতরের খাদ্যে শ্বেতসার, চর্বি, আমিষ, খনিজ ও ভিটামিন প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। কবুতর তার দেহের প্রয়োজন এবং আকার অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি কবুতর দৈনিক ৩০-৫০ গ্রাম পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করে থাকে। কবুতর প্রধানত গম, মটর, খেসারি, ভুট্টা, সরিষা, যব, চাল, ধান, কলাই ইত্যাদি শস্যদানা খেয়ে থাকে। মুক্ত অবস্থায় পালিত কবুতরের জন্য সকাল-বিকেল মাথাপিছু আধ মুঠ শস্যদানা নির্দিষ্ট পাত্রে রেখে দিলে প্রয়োজনমতো তারা খেতে পারবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কবুতর উৎপাদনের জন্য নিম্নে প্রদত্ত খাদ্য মিশ্রণ ব্যবহার করা উত্তম।

খাদ্য উপাদান পরিমাণ (%)

ভুট্টা	৩৫
মটর	২০
গম	৩০
ঝিনুকের গুঁড়া/চুনাপাথর চূর্ণ/অস্থিচূর্ণ	০৭
ভিটামিন/এমাইনো এসিড প্রিমিক্স	০৭
লবণ	০১
মোট	= ১০০

কবুতরের খাদ্য তালিকা

এই সাথে কবুতরের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে। এক পাত্রে কবুতরের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার ও অন্য পাত্রে প্রয়োজনমতো পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানি রাখতে হবে।
কবুতরের শারীরবৃত্তিক তথ্যাদি
দেহের তাপমাত্রা = ৩৮.৮-৪০০ সে
দৈহিক ওজন = (ক) হালকা জাত ঃ ৪০০-৪৫০ গ্রাম
(খ) ভারী জাতঃ ৪৫০-৫০০ গ্রাম
পানি পান = (ক) শীতকাল ঃ ৩০-৬০ মিলি প্রতিদিন
(খ) গ্রীষ্মকাল ঃ ৬০-১০০ মিলি প্রতিদিন
খাদ্য গ্রহণ = ৩০-৬০ গ্রাম প্রতিদিন (গড়)
ডিম ফুটানোর সময়কাল = ১৭-১৮ দিন।

কবুতরের গুরুত্বপূর্ণ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

রোগের নাম : সালমেনেলোসিস/ প্যারাটইফোসিস
কারণ : সালমোনেলা টাইফিমিউরিয়াম
লক্ষণ : শ্লেষ্মাযুক্ত আঠালো, ফেনা ও দুর্গন্ধযুক্ত ডায়রিয়া দেখা দেয়। দেহ ক্রমাগত শুকিয়ে যায়। ভারসাম্য হীনতা ও পক্ষাঘাত পরিলক্ষিত হয়।

চিকিৎসা : এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেস্ট করে সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। একই সাথে ভিটামিনস ও মিনারেলস খাওয়াতে হবে।
প্রতিরোধ
১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
২। টিকা প্রদান করতে হবে।

রোগের নাম : পাসটিউরেলা মালটোসিডা
রোগের কারণ : পাসটিউরেলা মালটোসিডা
লক্ষণ : ডায়রিয়া, জ্বর (৮২-৮৩ ডিগ্রি C) কোনো লক্ষণ ব্যতীত ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কবুতর মারা যায়
চিকিৎসা : এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেস্ট করে সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। একই সাথে ভিটামিনস ও মিনারেলস খাওয়াতে হবে।
প্রতিরোধ :
১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
২। টিকা প্রদান করতে হবে।

রোগের নাম : করাইজা অথবা আউল'স হেড
রোগের কারণ : হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা
লক্ষণ : সর্দি, চোখের পাতাদ্বয় ফুলে পেঁচার মাথার ন্যায় দেখায়, অক্ষিঝিল্লি প্রদাহের ফলে চোখ দিয়ে (muco-purulent) পদার্থ নির্গত হয়।
চিকিৎসা: এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি টেস্ট করে সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। এই সাথে ভিটামিনস ও মিনারেলস খাওয়াতে হবে।
প্রতিরোধ
১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
২। টিকা প্রদান করতে হবে।

রোগের নাম : মাইকোপ্লাজমোসিস
রোগের কারণ : মোইকোপ্লাজমা কলাম্বিনাম
লক্ষণ : সর্দি, চোখ ও নাক দিয়ে প্রথমে পানি এবং পরে muco-purulent পদার্থ নির্গত হয়। মুখ ও কণ্ঠ অত্যধিক প্রদাহে স্ফীত থাকে এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। শ্বাসকষ্ট হয়।
চিকিৎসা : টিয়ামুলিন, টাইলোসিন এনরোফ্লুক্সিন, স্পাইরামাইসিন, লিনকোমাইসিন গ্রুপের ওষুধ
প্রতিরোধ
১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
২। টিকা প্রদান করতে হবে।

রোগের নাম : ক্ল্যামাইডিওসিস অথবা অরনিথোসিস
রোগের কারণ : ক্ল্যামাইডিয়া সিটাসি
লক্ষণ : চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়ে, স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং রোগ ভোগের পর মারা যায়
চিকিৎসা : ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, টাইলোসিন, লিনকোমাইসিন, স্পাইরামাইসিন ইত্যাদি

প্রতিরোধ
১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
২। টিকা প্রদান করতে হবে।

রোগের নাম : নিউক্যাসল অথবা প্যারামিক্সো ভাইরাস-১
রোগের কারণ : প্যারামিক্সো ভাইরাস টাইপ-১
লক্ষণ : সবুজ রঙের ডায়রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখ হাঁ করে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। ভারসাম্যহীনতা, মাথা ঘোরা, পাখা ও পায়ের পক্ষাঘাত ইত্যাদি।
চিকিৎসা: এন্টিবায়োটিক, এমাইনো এসিড, ভিটামিন, ইমিউনো স্টিমুলেটর
প্রতিরোধ: জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে; টিকা প্রদান করতে হবে।
রোগের নাম : ডিফথেরো স্মল পক্স (বসন্ত রোগ)
রোগের কারণ : বোরেলিয়া কলাম্বরী ভাইরাস
লক্ষণ : পালকহীন ত্বক বিশেষ করে চোখ, ঠোঁটের চারপাশে এবং পায়ে ক্ষত বা পক্স দেখা যায়
চিকিৎসা : এন্টিবায়োটিক, এমাইনো এসিড, ভিটামিন এ এবং সি, ইমিউনো স্টিমুলেটর, টপিক্যাল আইওডিন
প্রতিরোধ: জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

রোগের নাম : পরজীবী রোগ
রোগের কারণ : আইমেরিয়া, এসকারিস, ক্যাপিলারিয়া, ট্রাইকোমোনা
লক্ষণ : দুর্বলতা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা, শুকিয়ে যাওয়া, ডায়রিয়া (মলে রক্ত থাকে ককসিডিয়া), পুষ্টিহীনতা ও অবশেষে মৃত্যু ঘটে।
চিকিৎসা : কৃমিনাশক, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স, এমাইনো এসিড
প্রতিরোধ: জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

অপুষ্টিজনিত ও বিপাকিয় রোগসমূহ

রোগের নাম : ভিটামিন এ এর ঘাটতি

লক্ষণ : দেহে ক্ষত হয়, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় এবং অক্ষিঝিল্লির প্রদাহ দেখা দেয়, ক্ষুধা কমে যায়, দৈহিক বৃদ্ধি ও পালকের গঠন ব্যাহত হয়, উৎপাদন ও হ্যাচাবিলিটি হ্রাস পায়
চিকিৎসা : ২০০ আই ইউ প্রতিদিনের প্রয়োজন
প্রতিরোধ : নিয়মিত ভিটামিন, প্রিমিক্স ও মিনারেল প্রদান অথবা ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাদ্য প্রদান করতে হবে।

রোগের নাম : ভিটামিন ডি এর ঘাটতি
লক্ষণ : অস্থি নরম ও বাঁকা হয়ে যায়, ডিম উৎপাদন ও হ্যাচাবিলিটি হ্রাস পায়, ডিমের খোলস পাতলা হয়।
চিকিৎসা : ৪৫ আই ইউ প্রতিদিনের প্রয়োজন
প্রতিরোধ : ভিটামিন ডি ও মিনারেল প্রিমিক্স প্রদান, ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার (কড লিভার অয়েল, ফিশ মিল) প্রদান করতে হবে।

রোগের নাম : ভিটামিন ই এর ঘাটতি
লক্ষণ : এনসেফালোম্যালাকিয়া রোগ হয়, পক্ষাঘাতের ফলে চলতে অসঙ্গতি দেখা দেয়। বুক ও পেটের নিচে তরল পদার্থ জমে, ইডিমা হয়। ডিমের উর্বরতা কমে যায়।
চিকিৎসা : ১ মিগ্রা সেলিনিয়াম সহ ভিটামিন ই প্রদান করতে হবে। ভিটামিন ই সমৃদ্ধ খাবার (শস্য দানা, গম, চালের কুঁড়া, শুঁটকি মাছ) খাওয়াতে হবে।

রোগের নাম : ভিটামিন কে এর ঘাটতি
লক্ষণ : রক্তক্ষরণের কারণে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
চিকিৎসা : ভিটামিন কে প্রিমিক্স ও মিনারেল প্রদান। ভিটামিন কে সমৃদ্ধ খাদ্য প্রদান (সবুজ শাকসবজি ও মাছের গুঁড়া)।

রোগের নাম : ভিটামিন বি১ এর ঘাটতি
লক্ষণ : পা, ডানা ও ঘাড়ে পক্ষাঘাত হয়। ঘাড়ের পক্ষাঘাতের ফলে ঘাড় পেছন দিকে করে আকাশের দিকে মুখ করে থাকে, চলনে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।
চিকিৎসা : ০.১ মিগ্রা ভিটামিন বি১ সমৃদ্ধ প্রিমিক্স ও মিনারেল প্রদান (চালের কুঁড়া, গমের গুঁড়া, শাকসবজি)

রোগের নাম : ভিটামিন বি২ এর ঘাটতি
লক্ষণ : ছানার পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। পরে নখ বা আঙুল বাঁকা হয়ে যায়। ছানার দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
চিকিৎসা : ০.১২ মিগ্র ভিটামিন বি২ সমৃদ্ধ প্রিমিক্স ও মিনারেল (সবুজ শাকসবজি, ছোলা, খৈল, আলফা-আলফা, ঈস্ট)

রোগের নাম : ভিটামিন বি৬ এর ঘাটতি
লক্ষণ : ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। ছানার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। প্যারালাইসিস ও পেরোসিস হতে পারে।
চিকিৎসা : ০.১২ মিগ্রা ভিটামিন বি৬ সমৃদ্ধ প্রিমিক্স ও মিনারেল (শস্য, মাছের গুঁড়া, আলফা-আলফা, ঈস্ট ইত্যাদি)

রোগের নাম : ভিটামিন বি১২ এর ঘাটতি
লক্ষণ : বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, ডিমের উর্বরতা হ্রাস পায়।
চিকিৎসা : ০.২৪ মিগ্রা ভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ প্রিমিক্স ও মিনারেল প্রদান। ভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ খাদ্য প্রদান (যকৃৎ, মাংস ফিশ মিল ইত্যাদি)

রোগের নাম : ফলিক এসিডের ঘাটতি
লক্ষণ : রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও পালক কম গজায়।
চিকিৎসাঃ ০.০১৪ মিগ্রা ফলিক এসিড সমৃদ্ধ প্রিমিক্স ও সাথে ম্যাঙ্গানিজ (সহ) প্রদান করতে হবে। ফলিক এসিড সমৃদ্ধ খাদ্য প্রদান (যকৃৎ, ঈস্ট)

রোগের নাম : ম্যানটোথেনিক এসিড এর ঘাটতি
লক্ষণ : বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও চর্মরোগ হয়। পা ও চোখের চারপাশে নেক্রোসিস হয়। ডিমের উর্বরতা হ্রাস।
চিকিৎসা : ০.৩৬ মিগ্রা প্যানটোথেনিক এসিড সমৃদ্ধ ভিটামিন প্রদান (চীনাবাদাম, আখের গুড়, ঈস্ট, চালের কুঁড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি)

আয় ও লাভ (ব্যবসায়িক সম্ভাবনা)

এক জোড়া কবুতর থেকে বছরে প্রায় ১২ জোড়া বাচ্চা বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির সৌখিন কবুতর উৎপাদন করতে পারলে তা থেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা যায়। কবুতর সাধারণত ৪ সপ্তাহ বয়সে বিক্রির উপযুক্ত হয়। এদের পালক ও বিষ্ঠা বিক্রি করেও অর্থ রোজগার করা যায়।

কবুতরের সাধারণত মুরগির থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এক জোড়া কবুতরের গড় উৎপাদন ক্ষমতা ৫-১২ বছর অথচ সেখানে মুরগির মাত্রা ১-২ বছর হয়ে থাকে। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে এটা সহজেই বলা যায় যে কবুতর পালন একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। মুরগির ন্যায় যদি কবুতরকে পারিবারিক ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে পালন করা যায়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অনেক বেশি সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রচারণা চালানোর প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

টার্কি পালন ও ব্যবস্থাপনা

টার্কি কি?

টার্কি মেলিয়াগ্রিস পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক ধরনের বড় পাখি। একসময়ের টার্কি বন্য পাখি হলেও এখন তা গৃহে বা ফার্মে পালিত বড় আকারের পাখি। বাচ্চা অবস্থায় এগুলো দেখতে মুরগির বাচ্চার মতো। বিশ্বের সর্বত্র টার্কি গৃহপালিত পাখি রূপে লালন-পালন করা হয়।

কোথা হতে টার্কি এলো

যখন ইউরোপীয়রা প্রথমবারের মতো টার্কিকে আমেরিকায় দেখতে পেয়েছিল, তখন তারা ভুলবশত ভাবল যে পাখিটি এক ধরনের গিনিয়া মুরগি (নুমিডা মেলিয়াগ্রিস)। পরবর্তীকালে তারা তুরস্ক দেশ থেকে মধ্য ইউরোপে পাখিটিকে নিয়ে আসে। গিনিয়া মুরগি বা গিনিয়া ফাউলকে টার্কি ফাউল নামেও ডাকা হয়। তাই তুরস্ক দেশের নামানুসারে উত্তর আমেরিকার পাখিটির নামকরণ করা হয় টার্কি।

পৃথিবীর কোন কোন দেশে টার্কি পাওয়া যায় এটি প্রথম গৃহে পালন শুরু হয় উত্তর আমেরিকায়। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এই পাখি কম-বেশি পালন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টার্কি পাখির মাংস বেশ জনপ্রিয়। টার্কি বর্তমানে মাংসের প্রোটিনের চাহিদা মিটিয়ে অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। এর মাংসে প্রোটিন বেশি, চর্বি কম এবং অন্যান্য পাখির মাংসের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর। পশ্চিমা দেশসমূহে টার্কি ভীষণ জনপ্রিয়। তাই সবচেয়ে বেশি টার্কি পালন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ডে, ব্রাজিলে। তবে বাংলাদেশেও এখন ব্যক্তি উদ্যোগে টার্কি চাষ শুরু হয়েছে। তৈরি হয়েছে ছোট-মাঝারি অনেক খামার। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদৌলতে বেকার যুবকদের অনেকেই টার্কি পালনে আহগ্রী হয়ে উঠেছেন। কিছু কিছু খামার থেকে টার্কির মাংস বিদেশে রপ্তানির চেষ্টা চলছে। অচিরেই এ পাখির মাংস রপ্তানি অর্থনীতিতে অবদান রাখবে ধারণা করা হচ্ছে।

কেন টার্কি পাখি পালন জনপ্রিয় হচ্ছে

১। টার্কির মাংস সুস্বাদু এবং মাংস উৎপাদন ক্ষমতাও ব্যাপক।
২। এটা ঝামেলাহীনভাবে দেশি মুরগির মতো পালন করা যায়।
৩। টার্কি পাখি ব্রয়লার মুরগির চেয়ে দ্রুত বাড়ে।
৪। টার্কি পালনে তুলনামূলক খরচ অনেক কম, কারণ এরা দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি শাক, ঘাস, লতাপাতা খেতেও পছন্দ করে।
৫। টার্কির মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি, চর্বি কম। তাই গরু কিংবা খাসির মাংসের বিকল্প হতে পারে এ পাখির মাংস।
৬। টার্কির মাংসে অধিক পরিমাণ জিংক, লৌহ, পটাশিয়াম, বি৬ ও ফসফরাস থাকে। এ উপাদানগুলো মানব শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী এবং নিয়মিত এই মাংস খেলে কোলেস্টেরল কমে যায়।
৭। টার্কির মাংসে এমাইনো এসিড ও ট্রিপটোফেন অধিক পরিমাণে থাকায় এর মাংস খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
৮। টার্কির মাংসে ভিটামিন ই অধিক পরিমাণে থাকে।
৯। টার্কি দেখতে সুন্দর, তাই বাড়ির শোভা বর্ধন করে।

এক নজরে টার্কি

১। ডিম দেয়া শুরুর বয়স ৩০ সপ্তাহ।
২। পুরুষ ও স্ত্রীর অনুপাত ১ ঃ ৪ অথবা ১ ঃ ৫ থাকলেই চলে।
৩। বছরে গড়ে ৮০ থেকে ১০০টি ডিম দেয়।
৪। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় ২৮ দিনে।
৫। ২০ সপ্তাহে পুরুষ পাখির গড় ওজন হয় ৬-৭ কেজি এবং স্ত্রী পাখির ৩-৪ কেজি।
৬। ১৪ থেকে ১৫ সপ্তাহেই পুরুষ পাখির বাজারজাতকরণের সঠিক সময়। আর স্ত্রী পাখির ১৭-১৮ সপ্তাহ।

পূর্ণাঙ্গ পুরুষ জাতীয় টার্কির মাথা ন্যাড়া থাকে। সাধারণত এর মাথা উজ্জ্বল লাল রঙের হয়। কখনো কখনো সাদা কিংবা উজ্জ্বল নীলাভ রঙেরও হয়ে থাকে। পুরুষ টার্কি পাখি গবলার বা টম নামেও পরিচিত। এগুলো গড়ে লম্বায় ১৩০ সে.মি. বা ৫০ ইঞ্চি হয়। গড়পড়তা ওজন ১০ কেজি বা ২২ পাউন্ড হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী জাতীয় টার্কি সাধারণত পুরুষ পাখির তুলনায় ওজনে অর্ধেক হয়। বন্য টার্কি আত্মরক্ষার্থে দ্রুত দৌড়িয়ে গা ঢাকা দেয়। কিন্তু এটি স্বল্প দূরত্বে উড়তে পারে।

ডিম উৎপাদন

সাধারণত ৩০ সপ্তাহ বয়স থেকে টার্কি ডিম দেয়া শুরু করে। প্রতিটি স্ত্রী জাতীয় টার্কি প্রতিবারে ৮ থেকে ১৫টি ছোট ছোট দাগের বাদামি বর্ণাকৃতির ডিম পাড়ে। ডিমের আকার আমাদের দেশের হাঁসের ডিমের আকৃতির হয়ে থাকে। ২৮ দিন অন্তর ডিম ফুটে বাচ্চা টার্কি জন্মায়। প্রয়োজনীয় আলো বাতাস, পরিষ্কার পানি এবং খাবার সরবরাহ করা হলে বছরে ৮০-১০০ ডিম দিয়ে থাকে। ৬০-৭০ শতাংশ টার্কি মুরগি বিকেল বেলায় ডিম দেয়।

টার্কি লালন-পালন শেড

টিন, ছন, খড়ের ছাদ দেয়া ঘর বা কনক্রিট দালানে টার্কি পাখি পালন করা যায়। টার্কি পাখি মুক্ত অবস্থায় ও আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা যায়।

একটি টার্কির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার তালিকা নিচে দেয়া হলো

বয়স	জায়গা (ব.ফু)	খাদ্যের পাত্র (সে.মি.)	পানির পাত্র (সে.মি.)
০-৪ সপ্তাহ	১.২৫ ব.ফু	২.৫ সে.মি.	১.৫ সে.মি.
৫-১৬ সপ্তাহ	২.৫ ব.ফু	৫.০ সে.মি.	২.৫ সে.মি.
১৬-১৯ সপ্তাহ	৪.০ ব.ফু	৬.৫ সে.মি.	২.৫ সে.মি.
প্রজননক্ষম	৫.০ ব.ফু	৭.৫ সে.মি.	২.৫ সে.মি.

লিটার ব্যবস্থাপনা

এই পদ্ধতিতে টার্কির জন্য সহজলভ্য দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। যেমন নারকেলের ছোবড়া, পূর্ণ তুষ (কোনোভাবেই ধানের কুঁড়া নয়)। প্রথমে ২-৩ ইঞ্চি পুরু লিটার তৈরি করতে হয়। পরে আস্তে আস্তে আরো উপাদান যোগ করে ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি করলে ভালো হয়। লিটারে সব সময় শুকনো দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে। ভিজা লিটার তুলে সেখানে আবার শুকনো লিটার দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

টার্কির খাবার

বন্য টার্কি সাধারণত বনভূমিতে পানির কাছাকাছি এলাকায় থাকতেই বেশি পছন্দ করে। ফসলের বীজ, পোকামাকড় এবং মাঝে মাঝে ব্যাঙ কিংবা টিকটিকি খেয়েও এরা জীবনধারণ করে। গৃহপালিত বা খামারে যারা টার্কি পালন করছেন, তারা মোট খাবারের ৫০ ভাগ সবুজ ঘাস, শাক (পালং, সরিষা, কলমি, হেলেঞ্চা, সবুজ ডাঁটা, কচুরিপানা দেবেন। একটি পূর্ণ বয়স্ক টার্কির দিনে ১৪০-১৫০ গ্রাম খাবার দরকার হয়। যেখানে ৪৪০০- ৪৫০০ ক্যালরি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বয়লার বা লেয়ার মুরগির খাবারও এরা খেয়ে থাকে।

সতর্কতা : শাকে অনেক সময় কিটনাশক থাকে। তাই শাক দেয়ার আগে এগুলো এক ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর তা কেটে খাওয়াতে হবে।

টার্কির খাবার সরবরাহের জন্য দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যেমন ম্যাশ ফিডিং ও পিলেট ফিডিং।

একটি আর্দশ খাদ্য তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

ধান	২০%
গম	২০%
ভুট্টা	২৫%
সয়াবিন মিল	১০%
ঘাসের বীজ	৮%
সূর্যমুখী বীজ	১০%
ঝিনুক গুঁড়া	৭%
মোট =	১০০%

সতর্কতা

অন্যান্য পাখির তুলনায় টার্কির জন্য বেশি ভিটামিন, প্রোটিন, আমিষ, মিনারেলস দিতে হয়। কোনোভাবেই মাটিতে খাবার সরবরাহ করা যাবে না। সব সময় পরিষ্কার পানি দিতে হবে।

প্রজনন ব্যবস্থা

একটি বড় টার্কি পাখির জন্য ৪-৫ বর্গফুট জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। ঘরে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। একটি মোরগের সঙ্গে ৩ বা ৪টি মুরগি রাখা যেতে পারে। ডিম সংগ্রহ করে আলাদা জায়গায় রাখতে হবে। ডিম প্রদানকালীন টার্কিকে আর্দশ খাবার এবং বেশি পানি দিতে হবে।

বাচ্চা ফুটানো

টার্কি নিজেই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। তবে দেশি মুরগি অথবা ইনকিউবেটর দিয়ে বাচ্চা ফুটালে ফল ভালো পাওয়া যায়। তাছাড়া বাচ্চা উৎপাদনের জন্য সময় নষ্ট না হওয়ার কারণে টার্কিও ডিম উৎপাদন বেশি করে।

রোগবালাই

পক্স, সালমোনেলোসিস, কলেরা, রানীক্ষেত মাইটস ও এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বেশি দেখা যায়। পরিবেশ ও খামার অব্যবস্থাপনার কারণে অনেক রোগ সংক্রমণ হতে পারে।

টিকা প্রদান

১ম দিন	এন ডি (বি ১ স্টেরেইন)
৪ ও ৫ সপ্তাহে	ফাউল পক্স
৬ সপ্তাহে	এন ডি
৮-১০ সপ্তাহে	ফাউল কলেরা

সতর্কতা

কোনো অবস্থায় রোগাক্রান্ত পাখিকে টিকা দেয়া যাবে না। টিকা প্রয়োগ করার পূর্বে টিকার গায়ে দেয়া তারিখ দেখে নিবেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা প্রয়োগ করবেন না। এছাড়া নিয়মমাফিক, পরিচ্ছন্ন খাদ্য ও খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনেক রোগবালাই এড়িয়ে চলা সম্ভব।

আমাদের দেশে বাজার সম্ভাবনা

টার্কির মাংস পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হওয়ায় এটি খাদ্যতালিকার একটি আদর্শ মাংস হতে পারে। পাশাপাশি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাংসের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যাদের অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত মাংস খাওয়া নিষেধ অথবা যারা নিজেরাই এড়িয়ে চলেন, কিংবা যারা গরু/খাসির মাংস খায় না, টার্কি তাদের জন্য হতে পারে প্রিয় একটি বিকল্প। তাছাড়া বিয়ে, বউ-ভাত, জন্মদিনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাসির/গরুর মাংসের বিকল্প হিসেবে টার্কির মাংস হতে পারে অতি উৎকৃষ্ট একটি খাবার এবং গরু/খাসির তুলনায় খরচও হবে কম। বাণিজ্যিক খামার করলে এবং মাংস হিসেবে উৎপাদন করতে চাইলে ১৪/১৫ সপ্তাহে একটি টার্কির গড় ওজন হবে ৫/৬ কেজি। ৪০০ টাকা কেজি দর হিসাব করলে একটি টার্কির বিক্রয় মূল্য দাঁড়াবে ২০০০/২৫০০ টাকা। ১৪/১৫ সপ্তাহ পালন করতে সর্বোচ্চ খরচ পড়বে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। তাহলে কমপক্ষে একটি টার্কি থেকে ৫০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। বর্তমানে ছোট আকারের খামার করার যে চাহিদা দেশব্যাপী তৈরি হয়েছে, তাতে আগামী ৩/৪ বছরে কয়েক লাখ টার্কির প্রয়োজন হবে এবং সেক্ষেত্রে দামও বেশি পাওয়া যাচ্ছে। ৩০০০ থেকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত বয়স ও রংভেদে টার্কির জোড়া কেনাবেচা চলছে।

ব্যবসা পরিকল্পনা (ছক)

ক্রমিক নং	কাজ/বিবরণ	কোথায়	কখন	কিভাবে	কে করবে	সম্ভাব্য বাজেট

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO)

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প

হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়ন ফরম (প্রশিক্ষক পূরণ করবেন)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম----------

প্রশিক্ষকের নাম----------

প্রশিক্ষণ স্থান ----------

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল

পারফরম্যান্স টেস্টের তারিখ

Performance rating (মান বণ্টন)

খুব ভালো (৮০-১০০), ভালো (৮০- ৬০), মোটামুটি (৫৯-৪০) দুর্বল (৪০ এর নিচে)

অনুগ্রহ করে বক্সে সঠিক নম্বর দিন।

১. হাঁস-মুরগি পালনের গুরুত্ব ০৫ ☐

২. হাঁস-মুরগির সব ধরনের রোগের উপসর্গসমূহ চিহ্নিতকরণ ১০ ☐

৩. হাঁস-মুরগির টিকাদান ও রোগনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বুঝেছেন ১০ ☐

৪. হাঁস-মুরগির রোগের সঠিক ওষুধসমূহ চিহ্নিতকরণ ১০ ☐

৫. টিকাদানের নিরাপদ ব্যবস্থা সম্পর্কে বুঝেছেন ও অনুসরণ করেছেন ১০ ☐

৬. কবুতর ও টার্কি পালনের প্রয়োজনীয়তা বলতে পেরেছেন ৫ ☐

৭. কবুতর ও টার্কির রোগ ও প্রতিকার সম্পর্কে বলতে পেরেছেন ১০ ☐

৮. হাঁস-মুরগি ব্যবসার বাজার চিহ্নিতকরণের বিষয়গুলো বলতে পেরেছেন ১০ ☐

৯. হাঁস-মুরগি ব্যবসার লাভক্ষতির সহজ হিসাব করতে পেরেছেন ১০ ☐

১০. হাঁস-মুরগি পালনে নিরাপত্তা বিষয়ের বিষয়গুলো বলতে পেরেছেন ১০ ☐

প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন এবং কারিগরিভাবে উত্তীর্ণ/অনুত্তীর্ণ (সঠিক স্থানে টিক চিহ্ন দিন)।

--- ---

প্রশিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর **তারিখ**

স্ট্রেংদেনিং উইমেনস্ এবিলিটি ফর প্রোডাক্টিভ নিউ অপরচুনিটিস্ (স্বপ্ন) প্রকল্প
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মূল্যায়ন ফর্ম

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মূল্যায়ন ফর্ম প্রশিক্ষকের নাম---------- ** অনুগ্রহ করে সঠিক বক্সে টিক চিহ্ন দিন।

প্রশিক্ষণ কোর্স---------- প্রশিক্ষণ স্থান---------- মেয়াদকাল ----------

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ বিষয়সংক্রান্ত	প্রশিক্ষণ উপকরণসংক্রান্ত	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসংক্রান্ত
১.	প্রশিক্ষণের আলোচিত বিষয়গুলো বুঝেছেন? না হলে কেন? হ্যাঁ / না	প্রশিক্ষণ উপকরণ কেমন ছিল ? খুব কম ছিল / পর্যাপ্ত ছিল / অতিরিক্ত ছিল	আপনার দক্ষতার মূল্যায়নে কি টুল্স ব্যবহার করা হয়েছে? ☐ ব্যবহারিক অনুশীলন ☐ পারফরমেন্স টেষ্ট ☐ প্রশ্নত্তোরের
২.	প্রশিক্ষক কি আপনাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন? হ্যাঁ / না কোন বিষয়ে	প্রশিক্ষণ উপকরণগুলো কতটুকু উপযোগী ছিল? উপযোগী ছিল / উপযোগী ছিল না / খুবই উপযোগী ছিল	
৩	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কি অর্জিত হয়েছে ? হ্যাঁ / না	প্রশিক্ষণের যন্ত্রপাতি কি পরিমাণ ছিল ? অতিরিক্ত ছিল / পর্যাপ্ত ছিল / পর্যাপ্ত ছিল না	এ প্রশিক্ষণে আপনি কি সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছেন ? হ্যাঁ / না
৪	প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো কি কোর্সের সাথে সম্পর্কিত ছিল ? হ্যাঁ / না না হলে কোনটি	প্রশিক্ষণের কাঁচামাল কি পরিমাণ ছিল ? অতিরিক্ত ছিল / পর্যাপ্ত ছিল / পর্যাপ্ত ছিল না	না হলে কোন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের আরো প্রয়োজন আছে ?
৫	কোর্সের মেয়াদকাল কি যথেষ্ট ছিল? হ্যাঁ / না না হলে আরো কত দিন -------	আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ। তারিখ :	

নোট : * প্রশিক্ষকগণ অনুগ্রহ করে প্রশিক্ষণার্থীদের ফর্মটি পূরণে সহায়তা করবেন। * প্রশিক্ষণার্থীর নাম লিখার প্রয়োজন নেই

SWAPNO

Strengthening Women's Ability for Produc ve New Opportuni es Project

Project Office:

Department of Public Health Engineering (DPHE) Bhaban

8th floor, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

www.swapno-bd.org